EKDIN 01.05.2026 PAGE 1_Layout 1 4/30/2026 11:22 PM Page 1

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ নেতাজি ইন্ডোরেও কড়া নিরাপত্তা, ভুয়ো খবর উড়িয়ে দিল প্রশাসন

তৃণমূল হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ১ মে ২০২৬ ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৩১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.05.2026, Vol.19, Issue No. 319, 8 Pages, Price 3.00

আজ ছুটি

আন্তর্জাতিক মে দিবস উপলক্ষে আজ ‘একদিন’ পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। পত্রিকার পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হবে আগামী রবিবার, ৩ মে।

স্ট্রংরুমের পাহারায় স্বয়ং মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিডিয়োবার্তায় বৃহস্পতিবার বিকেলেই ইভিএম পাহারা দেওয়ার কথা বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারচুপির আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন। স্ট্রংরুমে কড়া নজরদারির নির্দেশও দিয়েছিলেন। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে ভবানীপুরের স্ট্রংরুমে যান তৃণমূলনেত্রী। উল্লেখ্য, এদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ভোটগণনা কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন।

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুমের ভিতরে ‘সন্দেহজনক গতিবিধির’ অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল। দলের দুই প্রার্থী কুণাল ঘোষ এবং শশী পাঁজা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রর গেটের বাইরে অবস্থানে বসেছেন। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের ভিতরে কে বা কারা ঢুকেছেন এবং কী করে ঢুকেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তৃণমূলের তরফে। ওই স্ট্রংরুমের ভিতরে রাখা বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে (ইভিএম) কারচুপি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল এবং শ্যামপুকুরের তৃণমূল প্রার্থী শশীর দাবি, ভিতরে কী কাজ হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনকে তা জানাতে হবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) মনোজ আগরওয়াল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের অভিযোগ সম্পর্কে বলেন, ‘আমার কাছে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তবে বিষয়টি উত্তর কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও) দেখবেন।’ এর পরেই সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনারা চাইলে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে আসতে পারেন।’

এদিকে, আগামী ৪ মে, সোমবার ভোটগণনা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে গণনাকেন্দ্র। সেই কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাড়তি নজরদারি চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। শুধু তা-ই নয়, গণনাকেন্দ্রে বেআইনি বা অবৈধ প্রবেশ রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা চালু করা হল। গণনাকেন্দ্রে যাঁদের প্রবেশের অনুমতি রয়েছে, তাঁদের জন্য আলাদা পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) থাকে। এ বার সেই পরিচয়পত্রের সঙ্গে থাকবে কিউআর কোড। ওই কোড স্ক্যান করেই যাচাই করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া অনুমতিপত্র।

কমিশন জানিয়েছে, গণনাকেন্দ্রে ঢোকার আগে ত্রিস্তরীয় যাচাইকরণের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ভোটকর্মীদের। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করতে গণনাকেন্দ্রে ঢোকার মুখে এক বার সংশ্লিষ্ট ভোটকর্মীর আইডি কার্ড পরীক্ষা করা হবে। গণনাকক্ষে যাওয়ার পথে আবার এক বার ওই ভোটকর্মীর আইডি কার্ড যাচাই করবেন নিরাপত্তাকর্মীরা। শেষ বার গণনাকক্ষে ঢোকার মুখে পরীক্ষা হবে। সেখানেই আইডি কার্ডে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করাতে হবে ভোটকর্মীদের।

কমিশন জানিয়েছে, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কাউন্টিং স্টাফ, টেকনিক্যাল স্টাফ, প্রার্থী, নির্বাচন এজেন্ট এবং কাউন্টিং এজেন্টদের জন্য এ ধরনের আইডি কার্ডের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া আর কেউ গণনাকক্ষে ঢুকতে পারবেন না।

ভোট গণনা আরও নিরাপদ এবং স্বচ্ছ করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কমিশনের মতে, অবৈধ বা অনুমতি ছাড়া কেউ যাতে গণনাকক্ষে ঢুকতে না-পারেন, সেই কারণেই এই পদক্ষেপ। ভবিষ্যতেও ভোট গণনায় এমন পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। গণনাকেন্দ্রের কাছে থাকবে মিডিয়া সেন্টার। সেই জায়গাতেই থাকতে পারবেন সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা। তবে সংবাদমাধ্যমের সকল কর্মী ওই সেন্টারে থাকতে পারবেন না। কমিশনের অনুমোদিত চিঠি থাকলেই সেখানে থাকতে পারবেন সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের কর্মী।

ইভিএম, স্ট্রংরুম এবং গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে নির্বাচন কমিশন। এর আগে নিরাপত্তায় ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ওই সংখ্যা আর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি স্ট্রংরুম পাহারা দেওয়ার জন্য ন্যূনতম ২৪ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ বার রাজ্যে ভোটগণনা কেন্দ্রের সংখ্যা আগের চেয়ে কমিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এ বার ২৯৪টি আসনের ভোট গোনা হবে মোট ৭৭টি কেন্দ্রে। কোন জেলায় কোথায় কোথায় গণনা চলবে, তার তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ভোটগণনা হয়েছিল ৯০টি কেন্দ্রে। ২০২১ সালের নির্বাচনে গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ১০৮টি।

ভোটপর্ব মিটতেই আইপ্যাক কর্তার জামিন

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গে দু’দফার ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হতেই জামিন পেলেন ভোটকুশলী সংস্থা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (আই-প্যাক)-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিনেশ চান্দেল। দিল্লির পাতিয়ালা হাউজ কোর্ট বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। জানা যাচ্ছে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তরফে তাঁর জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করা হয়নি।

আই-প্যাকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিরেক্টর বিনেশকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে গত ১৩ এপ্রিল গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। তখনও রাজ্যে ভোটগ্রহণ শুরু হয়নি। বুধবারই দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হয়েছে। ঘটনাচক্রে, তার পরের দিন, বৃহস্পতিবার সকালেই জানা যায়, জামিন পেয়েছেন বিনেশ।

গ্রেপ্তারির পরে গত ১৪ এপ্রিল দিল্লির আদালত বিনেশের ১০ দিনের ইডি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। ওই মেয়াদ শেষের পরে গত ২৩ এপ্রিল আদালত তাঁকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। এরই মধ্যে গত মঙ্গলবার একটি অন্তর্বর্তী জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন বিনেশ। সেই আবেদনটিও তখন খারিজ হয়ে গিয়েছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে জানা যায়, বিনেশের জামিন মঞ্জুর করেছে দিল্লির পাতিয়ালা হাউজ কোর্ট। আইনি খবর পরিবেশকারী ওয়েবসাইট ‘লাইভ ল’ জানিয়েছে, আদালত বিনেশকে জামিন দেওয়ার সময়ে তার কোনও বিরোধিতা করেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। পাতিয়ালা হাউজ কোর্টের বিচারক অমিত বনসল জামিনের নির্দেশ দেওয়ার সময়ে জানান, বিশেষ সরকারি আইনজীবীকে জামিনের বিরোধিতা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি।

আর্থিক তছরুপের একটি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। এর আগে আদালতে ইডি জানিয়েছিল, আইপ্যাকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিনেশ সংশ্লিষ্ট সংস্থার ৩৩ শতাংশের অংশীদার। অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে একটি মামলায় তিনি তদন্তাধীন রয়েছেন। এই মামলার সূত্রপাত, দিল্লি পুলিশের কাছে দায়ের করা একটি এফআইআর থেকে। পরে মামলার তদন্তভার নেয় ইডি। এর আগে গত ৮ জানুয়ারি এই মামলায় আইপ্যাকের দপ্তর এবং সংস্থার আর এক প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক প্রতীক জৈনের কলকাতার বাসভবনে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সেই অভিযানের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে প্রতীকের বাড়ি এবং দপ্তরে যান।

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ভিতরে তখন মুখ্যমন্ত্রী, বাইরে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ।

বৃহস্পতিবার রাতে নেতাজি ইনডোরের বাইরে বিজেপি নেতা তাপস রায়।

‘ছাব্বিশে ২২৬ পেরিয়ে যাব’

প্রত্যাবর্তন নিয়ে প্রত্যয়ীই মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন? ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট শেষ হতেই এনিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। একাধিক সংস্থা এক্সিট পোলে নানারকম ইঙ্গিত দিয়েছে। তবে পরিবর্তনের পাল্লা সামান্য ভারী। এসব উড়িয়ে অবশ্য চতুর্থবার বড়সড় ব্যবধানে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দীর্ঘ ৯ মিনিটের ভিডিয়ো বার্তায় তাঁর সাফ কথা, ‘ছাব্বিশে আমরা ২২৬ আসন পাব, সেটা ২৩০-ও হতে পারে।’

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে সমাজমাধ্যমে মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি, বিজেপি টাকা দিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে ওই সমীক্ষার ফল দেখাতে বাধ্য করিয়েছে। বুধবার রাজ্যের দ্বিতীয় দফার নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরেই সন্ধ্যা থেকে বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। অধিকাংশ সমীক্ষাতেই ইঙ্গিত, বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসছে পশ্চিমবঙ্গে। ২৯৪ আসনের রাজ্য বিধানসভায় সরকার গড়ার জন্য প্রয়োজন ১৪৮টি আসন। অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষায় দেখা যায়, বিজেপি ১৫০ পেরিয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই সমীক্ষা নিয়েই মুখ খুললেন মমতা। এমনকি , এ রাজ্যে তৃণমূল ২২৬টির বেশি আসনে জিতবে বলে তিনি নিশ্চিত বলেও জানিয়েছেন মমতা।

ভিডিয়োবার্তায় তিনি রাজ্যের মানুষের উদ্দেশে বলেছেন, ‘এত রোদের মধ্যেও, এত অত্যাচার সহ্য করেও আপনারা যে ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। আমার কর্মীদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। ওঁরা প্রাণপণ লড়াই করেছে। অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। যাঁরা বাংলাকে জধ করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা ভোটবাক্সে জধ হয়ে গিয়েছেন।’

বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে এর পর মমতা বলেন, ‘আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে, গতকাল বেলা ১টা ৮ মিনিটে বিজেপির অফিস থেকে সেই সার্কুলার জারি করা হয়েছে। টাকা দিয়ে বলা হয়েছে ওটা দেখাতে। জোর করে সংবাদমাধ্যমকে এটা করতে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা ২২৬ ক্রস করব। ২৩০-ও পেয়ে যেতে পারি। মানুষ যে ভাবে ভোট দিয়েছেন, আমার পুরো ভরসা রয়েছে।’ ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং এখানকার পুলিশের বাহিনীর যৌথ অত্যাচার তৃণমূল কর্মীদের সহ্য করতে হয়েছে বলে দাবি করেছেন মমতা।

তৃণমূলনেত্রী আরও বলেন, ‘বিজেপি তো ইডি, সিবিআই সকলকেই চমকায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী যে ব্যবহার গতকাল করেছে, নতুন যে সমস্ত পুলিশ নিযুক্ত হয়েছিলেন, যাঁরা আমার হাতে ছিলেন না, তাঁরা মেয়েদের মেরেছেন। বাচ্চাদের মেরেছেন। উদয়নারায়ণপুরে যে ভদ্রলোক ভোট দিতে গিয়ে মারা গেলেন, তাঁর শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানানোর ভাষা আমার নেই। ওই পরিবারের পাশে আমরা থাকব।’ মমতার অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মীরা একতরফা ভাবে মার খেয়েছেন, তবু এলাকা ছেড়ে যাননি। অনেককে ইচ্ছাকৃত ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছেন। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন মমতা।

পুনর্নির্বাচন হবে? স্ক্রুটিনি পর্যবেক্ষক নিয়োগ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার ভোট মিটতেই বিভিন্ন বুথে পুনঃনির্বাচনের দাবি উঠেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের পরে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ৭৭টি বুথে পুনর্নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদনও জানানো হয়েছে। তবে কোথায় কোথায় পুনঃনির্বাচন হবে, তা স্ক্রুটিনি করে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন। এ বার সেই স্ক্রুটিনি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তকে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তাঁকে ফোন করে এই নির্দেশ দেন।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে খবর, যে ৭৭টি বুথে পুনঃনির্বাচনের আবেদন জানানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, ফলতা বিধানসভার ৩২টি, ডায়মন্ড হারবারের ২৯টি, বজবজের ৩টি এবং মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার ১৩টি। এর মধ্যে ফলতা, ডায়মন্ড হারবার এবং বজবজ বিধানসভা অভিষেকের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের অন্তর্গত। দক্ষিণ ২৪ পরগনারই জয়নগর লোকসভা অন্তর্গত মগরাহাট পূর্ব।

উল্লেখ্য, যে চার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানানো হয়েছে, তার সব ক’টাই দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। এর মধ্যে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের অন্তর্গত তিনটি। সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে পুনঃনির্বাচন করা হবে কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে কমিশন। ফলতা, মগরাহাট এবং সোনারপুর

এলাকায় পুনঃনির্বাচন নিয়ে স্ক্রুটিনিতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে সুব্রতকে। সেই নির্দেশ পাওয়ার পরেই ডায়মন্ড হারবারে গিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সোমবার থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে ফলতা। কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির কাছে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তৃণমূলের তরফে অজয়ের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ফলতাতেই বুধবার ১৭০ এবং ১৮৯ নম্বর বুথের ইভিএমে ‘টেপ’ লাগানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মোথাবাড়ির ধৃতরা জেল হেপাজতেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহের মোথাবাড়িতে এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত বিচারকদের ঘেরাও এবং হেনস্থার ঘটনায় ৫২ জন অভিযুক্তের জামিন খারিজ করল এনআইএ আদালত। মোফাক্কেরুল ইসলাম-সহ সকলকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ১৩ মে পর্যন্ত জেল হেপাজতে থাকতে হবে ওই ৫২ জন অভিযুক্তকে।

বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের তরফে জামিনের আবেদন করা হয়। তবে তার বিরোধিতা করে এনআইএ। শেষ পর্যন্ত এনআইএ-র আবেদন মেনে ৫২ জনকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এনআইএ-র আইনজীবী শ্যামল ঘোষ বলেন, ‘মোথাবাড়ি মামলায় ১২টি মামলার শুনানি ছিল। সব মামলাতেই জেল হেপাজতের নির্দেশ হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মামলায় চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা করার জন্য তদন্তকারী আধিকারিকেরা চেষ্টা করছেন।’

এসআইআরে বিচারাধীন তালিকায় থাকা ভোটারদের নথি যাচাই করে নিষ্পত্তি কাজ করার দায়িত্বে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত বিচারকেরা। এসআইআরের কাজে নিযুক্ত সাত জন বিচারককে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসের ভিতরে রাত পর্যন্ত আটকে রাখে উত্তেজিত জনতা। অভিযোগ, বিবেচনাধীন তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের একাংশ বিচারকদের ঘেরাও করেছিলেন। এই ঘটনা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে।

আদালতের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন এনআইএ-র হাতে ঘটনার তদন্তভার দিয়েছে। তবে এনআইএ তদন্তের নির্দেশের আগেই রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি-র হাতে গ্রেপ্তার হন মোফাক্কেরুল। ঘটনার সময়কার ভিডিয়ো দেখে একে একে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়।

চারশোয় চারশো! দেশের সেরা বঙ্গকন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের আইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের নিরিখে আবারও দেশসেরার তালিকায় উঠে এল পশ্চিমবঙ্গ। দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষায় রাজ্যের সাফল্যের হার ৯৮.৮৪ শতাংশ, যা গত বছরের সমস্ত নজির ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। বাংলার মেধার এই বিজয়কেতন উড়ছে উত্তর থেকে দক্ষিণ-সর্বত্র।

দশম ও দ্বাদশ, দুই পরীক্ষাতেই ছাত্রদের টেক্কা দিয়েছে ছাত্রীরা। পাশের হার এবং দারুণ ফলাফলের নিরিখে মেয়েরা এগিয়ে। চারশোয় চারশো পেয়ে আইএসসি টপার হয়েছেন বাংলার মেয়ে অনুষ্কা ঘোষ। এত বড় সাফল্যে অবশ্য ভেসে যেতে রাজি নয় অষ্টাদশী বঙ্গকন্যা। বলছে, কঠোর পরিশ্রমেই এই সাফল্য। এর কোনও বিকল্প নেই। এও জানাচ্ছে, অবসরে কবিতা-গল্প লিখতে ভালোবাসে।

এবারের ফলাফলে বিশেষ নজর কেড়েছে কলকাতার মেধাবী ছাত্রী অনন্যা সেনগুপ্ত। ৯৯.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে সে রাজ্যে শীর্ষস্থানের দাবিদারদের মধ্যে অন্যতম। নিজের সাফল্যের রহস্য ভাগ করে নিয়ে সে জানায়, ‘প্রতিদিনের পড়াশোনা প্রতিদিন শেষ করাই ছিল আমার মূল মন্ত্র। মা-বাবার উৎসাহ ছাড়া এই সাফল্য অধরাই থাকত।’ শুধু অনন্যা নয়, মেদিনীপুরের কৃতি পড়ুয়া অর্পণ দাসও ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর অর্জন করেছে। তাঁর কথায়, ‘ফলাফল নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা ছিল না, কিন্তু বাংলার সামগ্রিক সাফল্য আমাকে আনন্দ দিচ্ছে।’

রাজ্যের ৪৫৭টি স্কুলের প্রায় ৪৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর এই জয়যাত্রায় খুশির হাওয়া শিক্ষা মহলে। এক অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষকের মতে, ‘আমাদের পড়ুয়ারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা কেবল মুখস্থ বিদ্যায় নয়, গভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতায় বিশ্বাসী।’ ছাত্রীদের পাশের হার এবারও ছাত্রদের তুলনায় বেশি, যা সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতার ইঁদুরদৌড়ে পিছিয়ে নেই এরাজ্যের দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়ারাও। মেধার এই ফল্গুধারা বজায় থাকলে আগামী দিনে বাংলা বিশ্বমঞ্চে শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠবে বলে আশা করছেন অভিভাবক থেকে শিক্ষাবিদ সকলে।

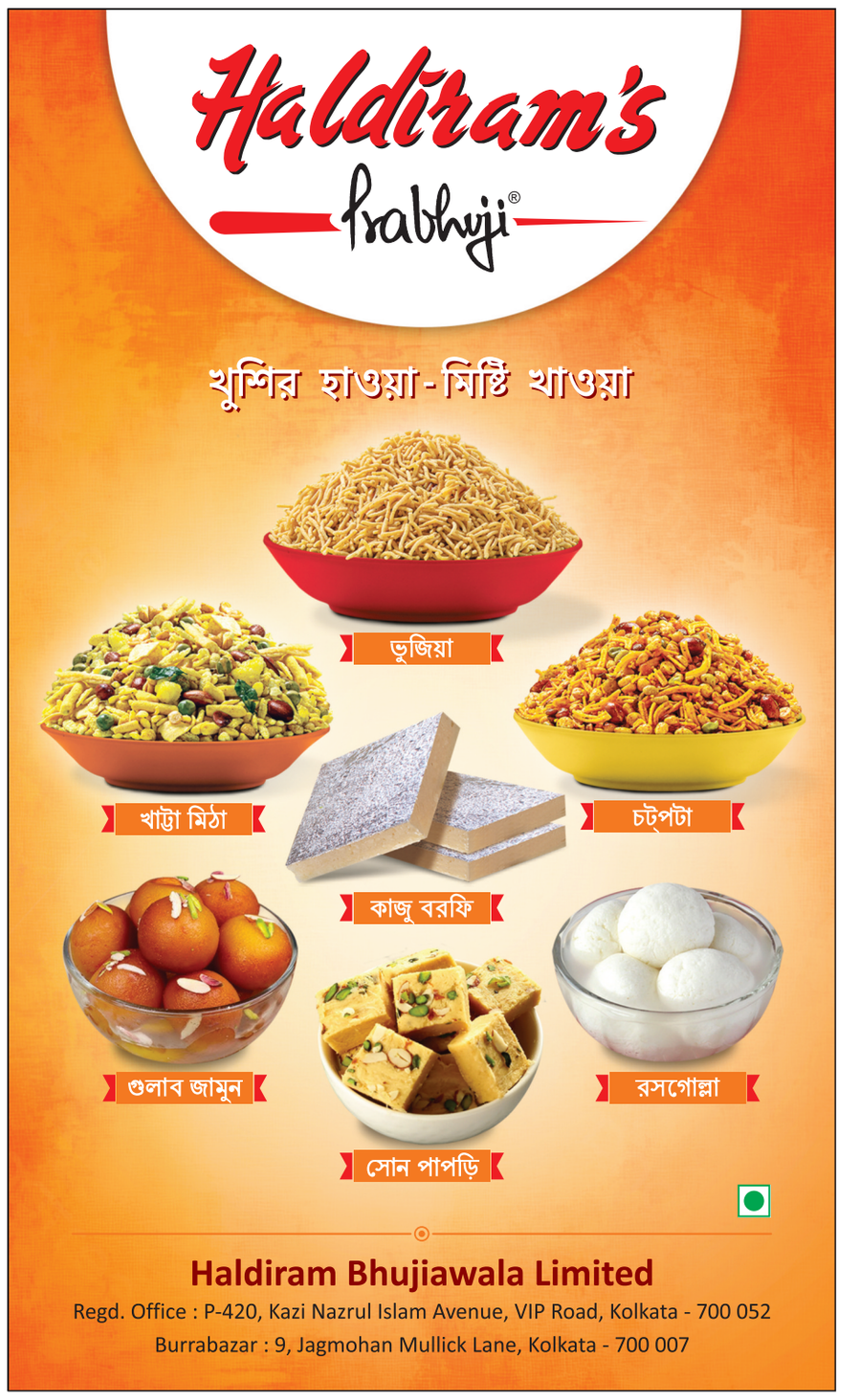

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Smt. Radha Kedia, W/o, Sri Rajkumar Kedia, residing at 32/33, Matrumal Lohia Lane, P.O.-Salkia, P.S.-Malipanchghora, Howrah-711106, solemnly affirm and declare In the Court of Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah vide Affidavit No. 1886 dated 13th Feb 2026 that My name mentioned in some documents written as Radha Kedia and in some documents written as Radha Devi Kedia. That Radha Kedia and Radha Devi Kedia are the same and one identical person.

Affidavit

I, Uday Kumar Pramanik, S/O Lt. Bhaskar Chandra Pramanik, residing at Vill, Mamudpur, P.O. Pandugram, P.S. Goghat, Dist. Hooghly, do hereby declare that my name have changed and shall henceforth be known as Uday Kumar Pramanik as declared before Judicial Magistrate 1st Class, Arambagh, Hooghly vide affidavit No. 3461, dated 26.04.2026. Uday Kumar Pramanik and Uday Pramanik both are same and identical Person.

Power of attorney

I HENRY GOMES, son of Late Augustin Gomes, previously residing at Bego Para, Police Station Ranaghat, District- Nadia, West Bengal, India at present residing at 9706, Hedin Drive, Silver Spring MD. USA. do hereby give notice that Marcelino Sanjay Gomes, son of Late Stainlaus Gomes, residing at Begopara, Ranaghat-II, District Nadia, West Bengal, Pin-741256, India, as her lawful Constituted Attorney by virtue of Power of Attorney Deed No. IV-716473 dated 06/12/2024. The State Maryland Office at the secretary of state The said land is situated at Mouza – Dasbari No. 152, Dag No. R.S. 489 & L.R. 937, khatian No.697, whereby 24 satak power of attorney land. Mouza Patully No. 151, Dag No.R.S & L.R.317, Khatian L.R. No. 759, Whereby 06 satak Power of attorney land .If any person has any objection, claim, or interest in respect of the above-mentioned property or transaction, they are requested to lodge their objection in writing before the Ranaghat-II B.L. & L.R.O. Office within 30 (thirty) days from the date of publication of this notice, failing which the matter shall be treated as final and necessary action shall be taken as per law.

CHANGE OF NAME

I, Mitratya Bhowmick S/o Milon Bhowmick residing at Barasat (N) 24 PGS have changed my name & shall henceforth be known as Mitratwa Bhowmick as declared before the First Class Magistrate, vide Affidavit #WB-53961/25 dated 28.04.2026. Mitratya Bhowmick & Mitratwa Bhowmick both are same & identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, তুরুক্ত লাল নাগ পিতা- স্বর্গীয় নিশিকান্ত নাগ সাং- বেলেঘড়িয়া, পোঃ- প্রীতিনগর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৪৭, প্রদেশ- পশ্চিমবঙ্গ পক্ষে বিগত 22/02/2024 তারিখে I- 1524/24 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার, জীবন চন্দ্র বিশ্বাস পিতা- স্বর্গীয় জহর লাল বিশ্বাস, সাং- নুতন গোপালপুর, পোঃ- প্রীতিনগর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৪৭, প্রদেশ- পশ্চিমবঙ্গ। তপশীল বেলেঘড়িয়া মৌজা নং ১৪৯, খতিয়ান এল. আর নং ১৯৩৮, R.S & L.R দাগ নং ৬৬১,৬৫১, পরিমাণ ৩০.৫০ শতক জমি ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট-II B.L & L.R.O অফিসের আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

নোটিশ

আমার মক্কেল তমাল ব্যানার্জী, পিতা মৃত স্বপন কুমার ব্যানার্জী, সাং ২সি, স্বস্তি এ্যাপার্টমেন্ট (দ্বিতীয় তল), ৪৪(২৭) ব্যানার্জী পাড়া (ইস্ট) শিবতলা-ব্যানার্জী পাড়া রোড, ব্যারাকপুর, থানা টিটাগড়, উঃ ২৪ পঃ কোলকাতা-৭০০১২২। তাহার পিতার নামীয় এ.ডি.এস.আর. ব্যারাকপুর অফিসে ইং ২৮.০৪.২০০৬ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ৫১৩৯ নং মূল দানপত্র দলিল খানি ইং ২২.০৪.২০২৬ তারিখে হারাইয়া যাওয়ায় তিনি উক্ত দিনেই বিধাননগর থানায় ১৪২২ নং জিডিই করিয়াছেন। উক্ত দলিল কাহারো হস্তগত হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় ফেরতের অনুরোধ করিতেছি।

তারিখঃ ২৮.০৪.২০২৬ হেমচন্দ্র রায়
এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট বারাসাত, ব্লক সি/১৫
মোবাইল নং ঃ ৯৩৩৯৩৩৭১৯৬

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, আমি নাগ স্বামী-তুরুক্ত লাল নাগ, সাং- বেলেঘড়িয়া, পোঃ- প্রীতিনগর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৪৭, প্রদেশ-পশ্চিমবঙ্গ, পক্ষে বিগত 05/12/2023 তারিখে I- 8343/23 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার, জীবন চন্দ্র বিশ্বাস পিতা- স্বর্গীয় জহর লাল বিশ্বাস, সাং- নুতন গোপালপুর, পোঃ- প্রীতিনগর, থানা-রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১২৪৭, প্রদেশ-পশ্চিমবঙ্গ। তপশীল ১নংবেলঘড়িয়া মৌজা নং ১৪৯, খতিয়ান এল. আর নং ১৯৩৭, R.S & L.R দাগ নং ৬৭২,২০১,৬৫২,৬৫৩, পরিমাণ ৬২.৭৫ শতক জমি ক্রয় করেন। তপশীল ২নংকুশুরিয়া মৌজা নং ১৫০, এল. আর খতিয়ান নং ১২১৩, R.S & L.R খতিয়ান দাগ নং ৩৫১, পরিমাণ ০৭.৪২৫ শতক জমি ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট- II B.L & L.R.O অফিসের আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

বহরমপুর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত

মোঃ নং- ১৯১/২০২৮ বিভাগ বন্টন

বাদী:- জুলফিকার সেখ দিগর

বিবাদী:- ১) মোসলেম মন্ডল, পিতা মৃত ছবি মন্ডল, সাং জিতপুর নতুনপাড়া, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ

এতদ্বারা আপনাকে অর্থাৎ ৯ নং বিবাদী মোসলেম মন্ডলকে জানানো যাইতেছে যে, বাদীগণ আপনার বিরুদ্ধে উক্ত মোকদ্দমা … দায়ের করিয়াছেন তাহাতে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য হইবে।

তপশীল

জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- ডোমকল, মৌজা- ডোমকল অধুনা জিতপুর খতিয়ান নং- R.S. ১৮০৬, L.R. ৫৬৭, ৬৩৯, ১০৬৮, ২৩১২, ২৩১৯, ৩৩৩৩, ৪৬৪২, ৪৬৪৩, ৪৬৪৪, ৪৬৪৫, ৪৬৪৬, দাগ নং- R.S. ১৮২৭, L.R. ১৮২৭, পরিমাণ- ৮০ শতক।

Amit Saha, Sheristadar
Civil Judge, Senior Division,
Berhampore, Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে, আমার মক্কেল পঞ্চানন পাল, পিতা- ৺কেনারাম পাল, সাং- মুভানগর, পোঃ+থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, গত ইং ২২.০৫.২০১৫ তাং Additional District Sub Registrar, Medinipur Sadar, Registry Office অফিসে I-1931/2015 নং দলিলে মৌজা- ভাদুকখুল্যা, জে.এল নং-১৫৫, এল.আর খতিয়ান নং- ৫১, এল.আর ২১৯ দাগে ০.৫০৪ একর জমি আমমোক্তার উত্তম পাল, পিতা- ৺কেনারাম পাল এর নিকট হইতে খরিদ করেন, উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল গত ইং ০২.০৫.২০১৫ তাং মেদিনীপুর সদর রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত Book No. IV দলিল নং 32/2015 রূপে লিপিবদ্ধ আছে। আমার উক্ত মক্কেল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মেদিনীপুর সদর অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তা হইলে অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করুন।

Subhasish De (Advocate)
Judges' Court, Paschim Medinipur,
CIS Code - 86, M- 8617057317

ভোটের পরই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর অর্জুন সিং, 'তৃণমূল আর ফিরছে না'

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভোটপর্ব মিটতেই রাজনৈতিক ময়দানে আত্মবিশ্বাসী সুর বিজেপি নেতা ও নোয়াপাড়ার প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের গলায়। দুই দফার বিধানসভা ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরের দিনই খোশমেজাজে ধরা দিলেন তিনি। সরকার গঠনের ব্যাপারে আশাবাদী অর্জুন সিং অকপটে জানালেন, মানুষ বুঝে গিয়েছে তৃণমূল আর আসছে না। তাঁর কথায় বারবার উঠে এসেছে একটাই সুর, রাজ্যে পালাবদল অনিবার্য।

অর্জুন সিংয়ের দাবি, এবারের ভোটে সাধারণ মানুষের মনোভাব স্পষ্টভাবে বেরিয়েছে। 'একসময় মানুষ ভয়ে কথা বলতে পারত না, এখন তাদের চোখমুখে "হারি বা জিতি", এতেই সব পরিষ্কার' কটাক্ষ তাঁর। তাঁর মতে, মানুষের বড় অংশই বুঝে গিয়েছে যে তৃণমূলের শাসন আর ফিরে আসছে না। ভোটের দিন বুথে তৃণমূলের এজেন্টদের অনুপস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সকাল দশটার পর থেকেই বহু জায়গায় তাদের লোকজন

উধাও। এতে বোঝাই যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েছে সংগঠন। কাউন্টিং প্রক্রিয়া নিয়েও তৃণমূলকে নিশানা করেছেন নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী। তাঁর অভিযোগ, সরকারি কর্মীদের ব্যবহার করে প্রভাব খাটানোর চেষ্টার পরিকল্পনা করছে এখন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক প্রচার ও ভিডিও বার্তাকেও তীব্র কটাক্ষ করেছেন অর্জুন। তাঁর দাবি, পায়ের তলায় মাটি না থাকলেই এত দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। কর্মীদের কাউন্টিংয়ে ধরে রাখতে চাইছেন, কিন্তু বাস্তবে কেউ যেতে চাইছে না। তবে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশংসা করে অর্জুন সিং বলেন, সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কমিশন কাজ করেছে। এক থেকে দশ, পুরো নম্বরই পাবে তারা। কোথাও বড় অশান্তি হয়নি, বোমা-গুলি চলেনি-এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়েও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, বাংলায় একটা কথা আছে, পুলিশ আর গুন্ডা পাল্টি খেলেই সরকার যায়। এখন পুলিশ অ্যাকশন নিচ্ছে, মানে পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। সিআরপিএফকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের পাল্টা তিনি বলেন, নিজে করলে ঠিক, অন্যরা করলে সমস্যা-এটা মানুষ দেখছে। একইসঙ্গে 'ঘোড়া কেনাবেচা' প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, এই বিষয়ে ওনার চেয়ে বেশি আর কে জানে! সিপিএম আমলে অনেককেই দলে টেনেছিলেন। এক্সিট পোল প্রসঙ্গে বিজেপি নেতার অবস্থান স্পষ্ট, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না, আমরা গ্রাউন্ড রিয়ালিটিতে বিশ্বাস করি। তাঁর মতে, ভোটের দিন ও তারপরেই মানুষের প্রতিক্রিয়া বিজেপির পক্ষে হাওয়া স্পষ্ট করেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও আত্মবিশ্বাসী অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, বাংলায় স্বচ্ছ রাজনীতির দরকার। ক্ষমতায় এলে কাজ করেই থাকতে হবে, ভয় দেখিয়ে নয়। চুরি, কাটমানি ও গুণ্ডামির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়ে তিনি বলেন, মানুষ এসব থেকে মুক্তি চায়, সেটাই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার হবে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলকে আবার আগের অবস্থায় ফেরানোর কথাও বলেন তিনি। যদিও সম্ভাব্য মন্ত্রী হওয়ার জল্পনাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ অর্জুন সিং। দল যে দায়িত্ব দেবে, সেটাই পালন করব।

'বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী' প্রসঙ্গেও তাঁর মন্তব্য, 'অবশ্যই বাংলায় বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী হবে'-এই মন্তব্যে রাজনৈতিক জল্পনাও উসকে দিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে অর্জুন সিংয়ের বক্তব্যে স্পষ্ট এক আত্মবিশ্বাসী বিজেপির ছবি।

ভোট শেষ হতেই ভাঙড়ে চাষের জমিতে বোমা, আতঙ্কে গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের দিন শান্তিপূর্ণ কাটলেও পরদিনই নতুন করে উদ্বেগ ছড়াল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙড়ে। সকালে মাঠে কাজে গিয়ে কৃষকদের চোখে পড়ে সন্দেহজনক দু'টি ব্যাগ। কাছে গিয়ে তাঁরা যা দেখলেন, তাতে চমকে ওঠেন;ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে একাধিক তাজা বোমা। স্থানীয় বাসিন্দা হাফিজুল মোল্লা বলেন, জমিতে কাজ করছিলাম, হঠাৎ ব্যাগ দু'টো দেখে সন্দেহ হল। ভেতরে গোল জিনিস দেখে বুঝলাম বিপদ হতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে খবর দিই। খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছয় পুলিশ। এলাকা ঘিরে ফেলে সতর্কতার সঙ্গে উদ্ধার করা হয় মোট সাতটি বিস্ফোরক।

পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। তবে কে বা কারা এগুলি মজুত করে রেখেছিল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর তদন্ত। আশপাশে তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহভাজনদের খোঁজ চলছে। ঘটনাস্থলটি নিয়মিত চাষের জমি হওয়ায় বড়সড় বিপদের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বাসিন্দারা। অনেকের মতে, সময়মতো নজরে না এলে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারত। ভোট-পরবর্তী সময়ে এমন বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় আবারও স্পর্শকাতর ভাঙড়ে অস্বস্তির ছায়া ঘনীভূত হল। যদিও প্রশাসনের আশ্বাস, নিরাপত্তা জোরদার করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হচ্ছে।

নীরব ভোটারেই থমকাল সমীক্ষা, বাংলায় ফল প্রকাশে পিছু হঠল অ্যাক্সিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট শেষ, কিন্তু ফলাফল নিয়ে জল্পনার আগুনে ঘি না ঢেলে এক অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত নিল দেশের পরিচিত সমীক্ষা সংস্থা অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার তারা জানাল, এবার বাংলার বিধানসভা ভোটে কোনও বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করা হবে না। সংস্থার কর্ণধার প্রদীপ গুপ্তা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং তথ্যের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় জনস্বার্থে এই সমীক্ষা প্রকাশ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত কয়েক দিনে রাজ্যের প্রতিটি আসন ঘুরে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা হলেও বিশ্লেষণের সময়ই সামনে আসে এক অস্বাভাবিক ছবি। অধিকাংশ ভোটারই নিজেদের মত প্রকাশে অনীহা দেখিয়েছেন। সংস্থার বক্তব্য, মোট ভোটারের প্রায় ৭০ শতাংশই নিজেদের পছন্দ জানাতে অস্বীকার করেছেন। এই প্রবণতাকে নজিরবিহীন বলে উল্লেখ করে তারা জানায়, অতীতে ভারতের কোনও নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে এমন গণ-অনীহা দেখা যায়নি। ফলে অনুমানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে বলেই মত তাদের। এই পরিস্থিতিকে ঘিরে উঠে আসছে 'নীরব ভোটার'-এর প্রসঙ্গ। সংস্থার অভিমত, ভুল পূর্বাভাস দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেয়ে তথ্য গোপন রাখা অধিক দায়িত্বশীল পদক্ষেপ। বাংলার নির্বাচনী ফলের আগে তাই অনিশ্চয়তার আবহ আরও ঘনীভূত হল।

ব্যারাকপুরে গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আজ শুক্রবার ব্যারাকপুর রবীন্দ্রপল্লি ফার্স্ট লেনে ঠাকুর পরিবারের গৃহ প্রবেশের অনুষ্ঠান। গৃহপ্রবেশের জন্য বৃহস্পতিবার সকালে ব্যারাকপুর নিশান ঘাটে গঙ্গার জল ও মাটি আনতে গিয়েছিল সম্পর্কের দুই বোন ২০ বছরের আঁচল ঠাকুর এবং ১৮ বছরের কোমল ঠাকুর। এঁরা বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা। গঙ্গায় স্নান সেরে মাটি ও গঙ্গাজল নিয়ে এঁদের ঠাকুর বাড়িতে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু তীব্র জোয়ারের স্রোতে দুজনেই গঙ্গায় তলিয়ে যায়। ডুবুরি তল্লাশি চালিয়ে বারাকপুর মঙ্গল পাণ্ডে ঘাটের কাছ থেকে কোমলের দেহ উদ্ধার করেছে। কিন্তু আঁচল এখনও নিখোঁজ। ঠাকুর পরিবারের এক প্রবীণ সদস্য জানান, গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রামের বাড়ি থেকে অনেক আত্মীয়-স্বজন এসেছে। এদিন সকালে সম্পর্কের দুই বোন গঙ্গার জল ও মাটি নিতে ঘাটে এসেছিল। পা পিছলে দুজনেই গভীর জলে তলিয়ে যায়। কোমলকে খুঁজে পাওয়া গেলেও, আঁচলের কোনও খোঁজ নেই।

ভুয়ো সেনা-ভিডিও ঘিরে বিভ্রান্তি, সরব রাজ্য বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে সমাজমাধ্যমে ছড়ানো এক বিভ্রান্তিকর ভিডিও ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে। যে ভিডিওতে দাবি করা হচ্ছিল, রাজ্যে সাধারণ মানুষের উপর নাকি চড়াও হয়েছে ভারতীয় সেনা; তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হল ভারতীয় জনতা পার্টি-র রাজ্য নেতৃত্ব। দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এ ধরনের ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে মানুষের মনে ভয় ও বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা চলছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতেই এই অপপ্রচার। একই সঙ্গে তারা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে, কেন এমন ভুয়ো তথ্য দ্রুত রোখা যাচ্ছে না।

এদিকে সরকারি তথ্য যাচাইকারী সংস্থা প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো স্পষ্ট জানিয়েছে, ভিডিওটি এ রাজ্যের নয়। তাদের কথায়, বাংলাদেশের পুরনো একটি ঘটনার দৃশ্যকে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে; যে কোনও চাঞ্চল্যকর ভিডিও বা দাবি দেখলেই তা যাচাই না করে বিশ্বাস করবেন না। নির্বাচন কমিশনও গুজব রুখতে নজরদারি বাড়িয়েছে এবং অভিযোগ জানানোর পথ খোলা রেখেছে। রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই স্পষ্ট; ভোটের লড়াই এবার কেবল মাঠে নয়, তথ্যের জগতেও।

অস্তিত্ব সংকটের টানে এবারে ভোট দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ 'ঘরে ফেরা' শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে এবার সবথেকে বড় ধ্রুবতারা হয়ে উঠেছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। রুটিরুজির টানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের রেকর্ড ভেঙে গ্রামে ফেরা এবং ভোটকেন্দ্রে তাঁদের সরব উপস্থিতি গত কয়েক দশকের চেনা নির্বাচনী সমীকরণ ওলটপালট করে দিয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, এবার রাজ্য জুড়ে যে গড়ে ৯২.৯৩ শতাংশ রেকর্ড ভোট পড়েছে, তার প্রধান কারিগর এই ২৯ লক্ষ 'ঘরওয়াপসি' করা শ্রমিক।

মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার থেকে শুরু করে জঙ্গলমহলের জেলাগুলোতে এবার ভোটের হার ৯০ শতাংশের গণ্ডি অনায়াসেই ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিশেষত মুর্শিদাবাদ ও মালদহের মতো শ্রম-নির্ভর জেলাগুলোতে পুরুষ ভোটের হার গতবারের তুলনায় প্রায় ১৮ থেকে ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বাড়তি ভোট আসলে সেইসব শ্রমিকদের, যাঁরা বিগত নির্বাচনগুলোতে কাজের চাপে বা যাতায়াতের খরচের কারণে বুথমুখো হতে পারতেন না।

রেলে বা বাসে করে দলে দলে শ্রমিকের ফিরে আসা নিছক উৎসবের আমেজ নয়, বরং এর গভীরে লুকিয়ে আছে এক প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক বার্তা। ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বারবার পরিচয় সংকটে ভোগা বা নথির সমস্যার আশঙ্কায় এবার তাঁরা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে মরিয়া ছিলেন। মালদহের এক পরিযায়ী শ্রমিকের কথায়, ভিনরাজ্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে খাটতে হয়, সেখানে কোনো সুরক্ষা নেই। এবার ভোটটা দিয়েছি শুধু এই আশায় যে, ঘরের ছেলে যেন ঘরের কাছেই কাজ পায়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, রাজ্যের অন্তত ৮০ থেকে ৯০টি আসনে জয়ের চাবিকাঠি এবার এই পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে। যেখানে জয়ের ব্যবধান কয়েক হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেখানে ১০-১৫ হাজার বাড়তি শ্রমিকের ভোট যে কোনো শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলার জন্য যথেষ্ট। এক সমাজতত্ত্ববিদের

মতে, এবারের ভোট কেবল উন্নয়ন বা দুর্নীতির লড়াই নয়, এটি পরিযায়ী শ্রমিকদের আত্মপরিচয় ও জীবনধারণের লড়াই। শাসক ও বিরোধী; উভয় পক্ষই এই শ্রমিকদের মন পেতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টার কসুর করেনি। কেউ 'পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড'-এর মাধ্যমে সুরক্ষার কথা বলেছে, তো কেউ কর্মসংস্থানের অভাবে ভিনরাজ্যে মৃত্যুর মিছিলকে ঢাল করেছে। শেষ পর্যন্ত এই ২৯ লক্ষ শ্রমিকের ইভিএম-বন্দি রায় কোন শিবিরের জন্য নবান্নের রাস্তা প্রশস্ত করে, তা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।

মেট্রো রেল ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে সফল ৪১ জন ক্রীড়াবিদকে সংবর্ধনা জানালেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু এস মিশ্র।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস কলেজে স্ট্রং রুম পরিদর্শনে এলেন বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলি। ছবি- অদিতি সাহা

ভোট পরই জীবনতলায় রক্তাক্ত হামলা, সংকটজনক গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জীবনতলা: ভোটের উত্তাপ থামতেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামাঞ্চলে ফের অশান্তির ছায়া। গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে এক গৃহবধূর উপর নৃশংস হামলার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল নাগোরতলায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে শহরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় বাড়িতে একাই ছিলেন ওই মহিলা। সেই সুযোগে কয়েকজন দুষ্কৃতী আচমকা ঢুকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রতিবেশীদের কথায়, চিৎকার শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। আহতের এক আত্মীয়ের কথায়, ওর কোনও শত্রুতা ছিল না। কারা এভাবে আক্রমণ করল, কিছুই বুঝতে পারছি না। ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের পাশাপাশি ক্ষোভও বাড়ছে। পুলিশ জানিয়েছে, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে, অপরাধীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ইতিমধ্যেই এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ভোট মিটতেই এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি আইনশৃঙ্খলা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে। গ্রামবাসীদের দাবি, দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩০ এপ্রিল ১৯৮২ সালে কলকাতার বিজন সেতুতে আনন্দমার্গের সর্বত্যাগী ১৬ জন সন্ন্যাসী ও ১ জন সন্ন্যাসিনীর নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে আনন্দমার্গের নীরবতা র‍্যালি বের হল। ছবি-অদিতি সাহা

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা মে। ১৭ই বৈশাখ, শুক্র বার। পূর্ণিমা তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(আজ শ্রমিক দিবস। বুদ্ধপূর্ণিমা। শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রী শ্রী গন্ধেশ্বরী পূজা। অমর শহীদ প্রফুল্ল চাকীর আত্মবলিদান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ মে ২০২৬, ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার

গণনা-কর্মী নিয়োগে কমিশনের সিদ্ধান্ত বহাল, আদালতে ধাক্কা শাসকদলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট গণনার আগে বড় আইনি লড়াইয়ে ভরাডুবি শাসকদলের। গণনা-কর্মী নিয়োগ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তারা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচারপতির রায়ে বজায় থাকল নির্বাচন কর্তৃপক্ষের অবস্থান। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে;এই নিয়োগ নির্বাচনী প্রক্রিয়ারই অংশ, এতে হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই।

শুনানিতে শাসকদলের পক্ষে সওয়াল করে দাবি করা হয়, গণনার গুরুত্বপূর্ণ পদে কেবল কেন্দ্রীয় কর্মীদের বসানো হয়েছে, রাজ্যের কর্মীদের বাদ কেন? পাশাপাশি অভিযোগ ওঠে, এ বিষয়ে আগাম কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে নির্বাচন কর্তৃপক্ষের তরফে সাফ জবাব, আইন অনুযায়ী নিয়োগ, বদলি ও অপসারণের ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।

এজলাসে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ও চোখে পড়ে। এক পর্যায়ে কমিশনের আইনজীবী কটাক্ষ করে বলেন, আদালতে রাজনৈতিক ভাষণ দেবেন না। পাল্টা জবাবে শাসকদলের আইনজীবীও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান।

রায়ে আদালত পর্যবেক্ষণ করে, শুধুমাত্র আশঙ্কার ভিত্তিতে অভিযোগ টেকসই নয়। তবে ভবিষ্যতে গণনায় অনিয়ম প্রমাণিত হলে নির্বাচনী মামলায় সেই প্রশ্ন তোলার পথ খোলা রয়েছে। সব মিলিয়ে ভোট গণনার প্রাক্কালে আইনি দড়ি টানাটানিতে আপাতত এগিয়ে নির্বাচন কর্তৃপক্ষই।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদের চাঙ্গা করার জন্য নানা কথা বলছেন: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার আগে রাজনৈতিক তরজা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২২৬ আসনের দাবি নিয়ে কটাক্ষের সুর চড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, তৃণমূল ৩২২-এও পৌঁছে যেতে পারে। তারা করতে পারে না, এমন কোনও কাজ নেই। আর তৃণমূলকে দেখে মানুষও করতে পারে না এমন কোনও কাজ নেই, সেটা মানুষও করে দিয়েছে। আসলে পঞ্চায়েত, পুরসভা আর পুরনিগমের নির্বাচন যে ভাবে তৃণমূল করে এসেছে, তারা এখন ভয় পাচ্ছে যদি এভাবেই তাদের বিরুদ্ধে কেউ করে ফেলে। তৃণমূলের কর্মীদের চাঙ্গা করানোর জন্য এইসব কথাবার্তা বলা হচ্ছে।

ভোট প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। দাবি করেন, সাংবাদিকরা খোঁজ নিয়ে দেখুক, মক পোল থেকে নির্বাচনের শেষ হওয়া অবধি অনেক বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও নির্বাচনী এজেন্ট ছিল না। কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর বক্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শমীক বলেন, অধীর চৌধুরী যে কথা বলেছেন, মমতা বন্দোপাধ্যায় সেটা বোঝেন, এরা দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও অনুভবের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন তৃণমূল থাকলে আবার দেখা হবে।

আইন ও আদালতের প্রসঙ্গেও মত দেন বিজেপি নেতা। তাঁর কথায়, কেউ জামিন পেল মানেই তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ থেকে মুক্তি হয়ে গেল, সেটা নয়। নির্দিষ্ট আইনত পদ্ধতিতে জামিন পাওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। গণনা ঘিরে তৃণমূলের আইনি পদক্ষেপকেও আক্রমণ করে তিনি বলেন, তৃণমূল এখনও মনে করছে লুঠ করা চালিয়ে যেতে পারবে। এটা সম্ভব নয়। মানুষ যে ভাবে ভয়হীন, সন্ত্রাসহীন বাতাবরণে ভোট দিয়েছে, তাতে তৃণমূলের খেলা শেষ। তৃণমূল বিদায় নিচ্ছে।

ভোট মিটতেই প্রবাসীদের স্বস্তি, তবু ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটপর্ব শেষ। ব্যালটের লড়াই মিটতেই এক অদ্ভুত স্বস্তির সুর শোনা গেল প্রবাসী বাঙালিদের কণ্ঠে। বহু দূরদেশ থেকে ফিরে এসে ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁদের কাছে শুধু কর্তব্য নয়, দায়িত্বের এক গভীর প্রকাশ।

লন্ডনপ্রবাসী অনির্বাণ চক্রবর্তীর কথায়, ভোট দিতে পারলাম, সেটাই বড় কথা। তবে রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব চোখে পড়ে। তিনি মনে করেন, শিল্পের প্রসার না হলে তরুণদের ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া থামবে না। প্রশাসনিক দিক নিয়েও তাঁর সরাসরি মন্তব্য, স্বচ্ছতা আর শৃঙ্খলা আরও জোরদার হওয়া প্রয়োজন।

অন্যদিকে, সিডনিবাসী মধুমিতা রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। তাঁর কথায়, এবার ভোট দিতে এসে ভয় লাগেনি। শান্ত পরিবেশে সবাই ভোট দিয়েছেন। নারী ও প্রবীণদের অংশগ্রহণ দেখে তিনি আশাবাদী। তাঁর মতে, এই ধারাটা বজায় থাকলে গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে। ভোট শেষ হলেও প্রশ্ন রয়ে গেল; এই প্রত্যাশার প্রতিফলন কি মিলবে ফলাফলে? প্রবাসীদের অভিমত বলছে, বাংলার আগামী পথ নির্ধারণ এখন সেই উত্তরের অপেক্ষাতেই।

ভোটের পরেই গড়িয়ায় অশান্তি, এজেন্টের বাড়ি-অফিসে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট মিটতেই দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ার পঞ্চসায়র এলাকা ফের উত্তপ্ত। যাদবপুর বিধানসভার অন্তর্গত একটি বুথকে কেন্দ্র করে বিজেপি শিবিরের গুরুতর অভিযোগ; তাদের এক এজেন্টের বাড়ি ও অফিসে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তনু সরকারের নির্মাণ সংস্থার কার্যালয়ে আচমকাই হামলা চালায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জনের একটি দল। অফিসের সিসিটিভি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িও। শুধু তাই নয়, পরিবারের সদস্যদেরও ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। এক বিজেপি কর্মীর কথায়, ওরা হঠাৎ ঢুকে সব ভাঙচুর করে, ক্যামেরা নষ্ট করে দেয়, যাতে কোনও প্রমাণ না থাকে। পাশাপাশি আর এক কর্মী প্রশান্ত ঘোষের বাড়িতেও হামলার

অভিযোগ উঠেছে। তিনি তখন বাড়িতে না থাকলেও তাঁর পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি। আশপাশের বাড়ির নজরদারি ব্যবস্থাও নষ্ট করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।

যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। স্থানীয় কাউন্সিলরের বক্তব্য, আমাদের কোনও কর্মী এই ঘটনায় যুক্ত নয়। ঘটনার জেরে এলাকায় টানটান উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মোতায়েন হয়েছে, তদন্তও শুরু হয়েছে।

দমদম উত্তরে স্ট্রংরুম সিল না করায় কমিশনের দ্বারস্থ সিপিএম

নেতাজি ইন্ডোরেও কড়া নিরাপত্তা, ভুয়ো খবর উড়িয়ে দিল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: ভোট মিটলেও স্বস্তি নেই। বরং দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে দানা বাঁধছে বিতর্ক। নির্বাচন শেষ হওয়ার দীর্ঘ সময় পরেও গণনাকেন্দ্রের দরজা সিল করা হয়নি; এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে সরব হল সিপিআই(এম)। লাল শিবিরের দাবি, এই গাফিলতি আদতে জনমতের সুরক্ষাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই মর্মে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত নালিশ জানিয়েছে বাম নেতৃত্ব। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের চোখের সামনেই সুরক্ষাবিধির এমন চরম লঙ্ঘন নজিরবিহীন। সিপিএমের এক স্থানীয় নেতার কথায়, ভোটের বাক্স যেখানে বন্দি, সেই ঘরের দরজা কেন এখনও উন্মুক্ত থাকবে? আমরা গভীর ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছি। অন্য এক কর্মীর ক্ষোভ, কমিশনের নিরপেক্ষতা আজ বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। প্রশাসনিক স্তরে এই ঢিলেমি নিয়ে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। বিরোধীদের মতে, স্ট্রংরুম সিল করতে এই বিলম্ব কেবল প্রযুক্তিগত ত্রুটি নয়, বরং এর নেপথ্যে গভীর কোনো অভিসন্ধি থাকতে পারে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অবশ্য এই বিষয়ে এখনও কোনো চূড়ান্ত বয়ান পাওয়া যায়নি। তবে গণনাকেন্দ্রের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনেও সংশয় তৈরি হয়েছে। এখন দেখার, বামেদের এই কড়া চিঠির উত্তরে কমিশন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অন্যদিকে, উত্তর কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ ডিসিআরসি কেন্দ্র তথা স্ট্রং রুম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি গুজব ছড়ায় যে, বৃষ্টির জেরে স্ট্রং রুমে জল ঢুকে পড়েছে। তবে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, এই খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং ভিত্তিহীন। ভোট শেষ হওয়ার পর থেকেই স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে। প্রথম স্তরে মোতায়েন রয়েছে সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী, যারা ২৪ ঘণ্টা শিফটিং ডিউটিতে পাহারা দিচ্ছেন। গোটা স্টেডিয়াম চত্বর এবং স্ট্রং রুমের প্রতিটি অংশ এখন সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায়, যাতে কোনো নড়াচড়া নজর এড়াতে না পারে। রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। অনুমতি ছাড়া কাউকেই স্ট্রং রুমের আশপাশে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি, সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণের জন্য বড় মনিটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও নজর রাখতে পারছেন। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, গণনার দিন পর্যন্ত ইভিএম ও ব্যালট বক্স সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখতে কোনো রকম আপস করা হবে না। ভুয়ো খবর ছড়ালে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

পোস্টাল ব্যালট ও স্বচ্ছ গণনার দাবি, সিইও দপ্তরে ডেপুটেশন দিল যৌথ মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ময়দানে গণতন্ত্রের পাহারাদার যাঁরা, তাঁদের নিজেদের অধিকার নিয়ে এবার সরাসরি কমিশনের দরজায় কড়া নাড়ল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের (সিইও) দপ্তরে গিয়ে একগুচ্ছ দাবিতে ডেপুটেশন জমা দিলেন তাঁরা। ভোটকর্মীদের সুরক্ষাকবচ এবং জনমতের মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে একে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে ওয়াকিবহাল মহল। মূলত দুটি জ্বলন্ত বিষয়কে সামনে রেখেই এই অভিযান। মঞ্চের অভিযোগ, বহু যোগ্য ভোটকর্মী পোস্টাল ব্যালট বা ডাকযোগে ভোটদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে প্রতিটি ভোটকর্মীর গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, গণনাকেন্দ্রে যাতে কোনো অসাধু উপায়ে কারচুপি না হয়, তার জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ও কড়া নজরদারির আরজিও জানানো হয়েছে। দপ্তরের বাইরে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ এক আন্দোলনকারী বললেন, যে ভোটকর্মীরা রোদ-ঝড় মাথায় নিয়ে নির্বাচনের চাকা সচল রাখেন, তাঁদের নিজের ভোটটাই যদি না দেওয়া হয়, তবে এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কী হতে পারে? অন্য এক প্রতিনিধির সওয়াল, গণনাকক্ষে স্বচ্ছতা না থাকলে সাধারণ মানুষের রায়ের কোনো দাম থাকবে না। আমরা চাই প্রতিটি মুহূর্তের কড়া পর্যবেক্ষণ। সিইও দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের হাতে এই স্মারকলিপি তুলে দিয়ে মঞ্চের হুঁশিয়ারি; দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে তাঁরা আন্দোলনের ঝাঁজ আরও বাড়াবেন। ভোটের মরশুমে সরকারি কর্মীদের এই সোচ্চার অবস্থান প্রশাসনের ওপর যে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আজ ছুটির দিনে কমল মেট্রোর পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ মে দিবস ও বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে শুক্রবার শহরের মেট্রো চলাচলে আনা হচ্ছে পরিবর্তন। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই পরিষেবার সংখ্যা কিছুটা কমানো হলেও প্রথম ও শেষ ট্রেনের সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মেট্রো সূত্রের বক্তব্য, ছুটির দিনের যাত্রীচাহিদা অনুযায়ী পরিষেবা সাজানো হয়েছে। নীল লাইনে মোট ২৪৪টি ট্রেন চলবে, যা স্বাভাবিক দিনের তুলনায় কম। সবুজ লাইনে ট্রেনের সংখ্যা নামিয়ে আনা হয়েছে ২০৪-এ। আর হলুদ লাইনে পরিষেবা আরও কমে দাঁড়াচ্ছে ৯২-এ। তবে যাত্রীদের জন্য স্বস্তির খবর, কমলা ও বেগুনি লাইনে নিয়মমাফিক ট্রেন চলবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিষেবা কমলেও যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। ছুটির আমেজে শহর যখন একটু ধীর ছন্দে, তখন মেট্রোর এই বদলও সেই তালেই। তবু আগাম পরিকল্পনা করেই যাত্রা করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা, যাতে অযথা অপেক্ষায় না পড়তে হয় যাত্রীদের।

৫১ লক্ষ নাম ছাঁটাই ও ৩০ লক্ষ নতুন ভোটার, নবান্নের দখলের লড়াইয়ে কে এগিয়ে?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬-এর নির্বাচনী রণক্ষেত্রে এখন তর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে কেবল প্রচার নয়, বরং ভোটার তালিকার গোলকধাঁধা। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ভোটার তালিকা সংশোধন বা 'এসআইআর' প্রক্রিয়ায় প্রায় ৫১ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। অন্যদিকে, নতুন ভোটারের অন্তর্ভুক্তি এবং নাম সংশোধনের জেরে চূড়ান্ত তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরও ৩০ লক্ষ বাড়তি ভোট। সংখ্যার এই বিশাল রদবদলই কি এবার নির্ণয় করবে বাংলার মসনদ কার দখলে থাকবে?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটার তালিকার এই বড়সড় রদবদল প্রান্তিক আসনগুলিতে জয়ের ব্যবধান ওলটপালট করে দিতে পারে। বিশেষত যেখানে জয়ের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত সামান্য, সেখানে এই নতুন ভোটাররাই তুরুপের তাস হয়ে উঠবেন। শাসক শিবির থেকে বিরোধী; প্রতিটি দলই এখন তাদের অভ্যন্তরীণ রণকৌশল সাজাচ্ছে এই বিয়োগ-যোগের অঙ্ক কষে।

তৃণমূল ও বিজেপি, দুই পক্ষই এই পরিসংখ্যান নিয়ে একে অপরকে বিঁধতে ছাড়ছে না। এক প্রবীণ রাজনৈতিক নেতার কথায়, ৫১ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া ছোট কোনো ঘটনা নয়। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন কোনো প্রকৃত নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। পালটা জবাবে জনৈক বিরোধী নেতার দাবি, বাড়তি ৩০ লক্ষ ভোটারের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টা চলছে কি না।

ভোটের বাদ্যি বাজার আগেই এই গাণিতিক যুদ্ধ এখন সাধারণ মানুষের ড্রয়িংরুম থেকে নির্বাচন কমিশনের দপতর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। এই বিয়োগান্তক ও যোগান্তক নাটকের শেষে শেষ হাসি কে হাসে, তা দেখার অপেক্ষায় গোটা রাজ্য।

তৃণমূল হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নির্বাচন মিটতেই বুধবার সন্ধেয় নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মোহনপুর পঞ্চায়েতের কুন্ডুবাড়ি মোড়ে বিজেপির কার্যালয় ভাঙচুর করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সেই নির্বাচনী কার্যালয় পরিদর্শনে যান নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল করের পুত্র সন্দীপ করের ইন্ধনে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বিজেপির তরফে মোহনপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নির্বাচনী কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তিনি জানান, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ভোট মিটতেই ওরা ফাঁকা কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়েছে। তাঁর দাবি, পঞ্চায়েত প্রধান নির্মল করের পুত্র সন্দীপ করের ইন্ধনে ভাঙচুর

করা হয়েছে। প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থীর সাফ বক্তব্য, মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আগামীদিনে প্রধান ও তাঁর পুত্রকে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিতে হবে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল ক্রিমিনাল রাজনীতিতে বিশ্বাসী। অথচ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে ক্রাইম অনেক কমে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় তৃণমূল বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলকেই দায়ী করেছে। এপ্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, একটা সময় নির্মল কর নিজেই গোষ্ঠী কোন্দলের শিকার হয়ে জেলে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে তিনিই জেল থেকে মুক্ত করেছিলেন। বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর নিয়ে মোহনপুর পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল কর বলেন, নিজেদের নির্বাচনী কার্যালয় নিজেরাই ভেঙে তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। অথবা ওদের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এই ঘটনা ঘটতে পারে।

ভোট-পরবর্তী মৃত্যু ঘিরে তরজা, বিজেপির পালটা সুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হতেই হাওড়ার এক বৃদ্ধ ভোটারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হল। ঘটনাকে ঘিরে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে অভিযোগ-পালটা অভিযোগে উত্তপ্ত পরিস্থিতি।

এই প্রেক্ষাপটে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, যে কোনও মৃত্যু দুঃখজনক। কিন্তু সেটিকে নিয়ে রাজনীতি করা আরও বেশি অমানবিক। তাঁর দাবি, ঘটনাটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা চলছে। তাঁর কথায়, বৃদ্ধ মানুষের হৃদযন্ত্রের সমস্যা থাকতেই পারে। সব কিছুর সঙ্গে রাজনীতি জুড়ে দেওয়া মূর্খামি। অন্যদিকে, মৃতের পরিবারের বক্তব্য ভিন্ন সুরে। বৃদ্ধের ছেলে জানান, বাবা একেবারে স্বাভাবিকভাবেই ভোট দিতে গিয়েছিলেন। কোনও ভিড়ও ছিল না। পরিবারের দাবি, তাঁর শরীরে আগে থেকে কোনও গুরুতর অসুখ ছিল না। এদিকে শাসকদলের

স্থানীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাদের অভিযোগ, ধাক্কা লাগার পরেই তিনি পড়ে যান, আর সেখানেই মৃত্যু হয়। ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। তবে এই মৃত্যু যে নির্বাচনী আবহে নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে দিল, তা বলাই বাহুল্য।

কড়া নিরাপত্তায় মোড়া আলিপুরের ভোট গণনাকেন্দ্র। *ছবি: অদিতি সাহা*

স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল মহানগর, আগামীদিনেও ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তীব্র গরমে হাঁসফাঁস করা বাংলায় হঠাৎই স্বস্তির ছোঁয়া এনে দিল রাতভর ঝড়-বৃষ্টি। বুধবার ভোটপর্ব মিটতেই সন্ধ্যার পর থেকেই একাধিক জেলায় নামে দমকা হাওয়া-সহ বৃষ্টি, ফলে তাপমাত্রা কিছুটা নামে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মতো, বৃহস্পতিবারও ভিজল মহানগর। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, আগামী কয়েক দিন দুর্যোগের আশঙ্কাই বেশি। ঝড়বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমেছে। বুধবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি।

আবহাওয়াবিদদের কথায়, উত্তর ভারত থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখা ও একটি ঘূর্ণাবর্তের জোড়া প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকছে। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য, আগামী কয়েক দিন

ঝড়-বৃষ্টির দাপট আরও বাড়তে পারে। আজ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নদিয়া, দুই চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব বর্ধমানে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণেরও ইঙ্গিত মিলেছে। উপকূলবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গেও একই ছবি। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, সঙ্গে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাতের আশঙ্কা। এদিকে সমুদ্র উত্তাল থাকার সম্ভাবনায় মৎস্যজীবীদের ২ মে পর্যন্ত সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, গরম থেকে স্বস্তি মিললেও প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় সতর্ক থাকাই এখন একমাত্র ভরসা।

সম্পাদকীয়

ভিতরেই বুথ, কমিশনের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিচ্ছে আবাসনের ভোটদানের হার

বুধবার শেষ হল বঙ্গের ভোটদান পর্ব। এবার ফলাফল। সেই জল্পনায় অক্সিজেন জোগাচ্ছে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলির এগজিট পোল। চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্যেই উঠে আসছে আর এক চর্চা, তা হল এই বিপুল সংখ্যক ভোটদান। পরিসংখ্যান বলছে, গতবার যা ভোট পড়েছিল এবার তার থেকে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ ভোট বেশি পড়েছে। অথচ কমে গিয়েছে মোট ভোটার। এর জন্য কৃতিত্বের দাবিদার এক এবং একমাত্র নির্বাচন কমিশন। কমিশনের টোটকায় যারা কোনওদিনও বুথমুখী হন না, তারাও এবার ভোট দিলেন। পরিযায়ী শ্রমিকরা ঘরে ফিরেছেন শুধুমাত্র ভোট দেওয়ার তাগিদেই। এটা অবশ্যই বাংলায় একটা নতুন ট্রেন্ড। কিন্তু এই প্রবণতা ধরে রাখতে হবে, সেটাই হবে সাফল্য। কমিশনের আরও একটি সিদ্ধান্তের কথা না বললেই নয়। মাস্টার স্ট্রোকও বলা যেতে পারে।কমিশনের এই সিদ্ধান্তে ভোট থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা একটা বড় অংশ এবার সানন্দে ভোট দিয়েছে। তাঁরা হলেন শহর ও শহরতলির অভিজাত ও মধ্যবিত্ত আবাসনগুলি। ভোটের দিন উলটপুরাণ দেখা গেল এই হাইপ্রোফাইল বহুতলগুলোতে। দক্ষিণ কলকাতার এমনই এক বিখ্যাত বহুতলে শহরের বহু সেলিব্রিটি এবং বিত্তবানদের বাস। প্রতিবার ভোটের সময়ই দেখা যায়, তাঁদের নামমাত্র অংশ ভোট দিতে বেরিয়েছেন। কিন্তু এদিন পুরো উল্টো ছবি। ভোটের দিন সকাল দশটায় শহরের বহু ঘনবসতিপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রে যেখানে তখন ৩০ শতাংশ ভোটদানও হয়নি, সেখানে অভিজাত আবাসনের ৪০ শতাংশ পোলিং শেষ। আবাসিকরাই বলছেন, এর অন্যতম প্রধান কারণ হল, আবাসনের ভিতরেই পোলিংবুথ হওয়া। সেখানে দেখা গেল, উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের মানুষ ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু বাইরে ভোট হলে তাদের দেখা যায় না। আবাসিকরা বলছেন, নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়মে আবাসনের ভিতরেই বুথ হচ্ছে। স্বভাবতই মানুষের উৎসাহ বেশি। মনে রাখতে হবে। কমিশন যখন এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল। তখন কিন্তু সবচেয়ে বাধা এসেছিল রাজ্যের শাসক দলের তরফেই। কিন্তু অনমনীয় কমিশন থেকে কমিশন বুঝিয়ে দিল তাঁদের সিদ্ধান্তই সঠিক।

শব্দছক ১৪৭

রবি দাস

১	২		৩	■	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■	
	■	৯		■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪			■	১৫		■	
	■	১৬			■	১৭	
১৮		■	■	১৯			

পাশাপাশি: ১. অভ্যাসহীনতা ৪. সদ্য ৬. মৃদুগতি ৭. ভূতের এক প্রজাতি ৯. মানে ১০. নিমিত্ত ১১. যথার্থ অর্থ বহনকারী ১২. মঙ্গলময় আকর্ষিত জমি ১৪. স্বভাবজাত অসামান্য বুদ্ধি ১৫. শর ১৬. বর দান করে যে ১৭. অন্ধকার দূর করে যা ১৮. বাণ ১৯. বাঙালী হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়টি শ্রেণীর একত্রে নাম

ওপর-নিচ: ১. নিবাস ২. পুরুষ ৩. সমঅর্থ বহনকারী ৫. লঙ্কাধিপতি ৮. বিপণিকার ৯. অর্থের টানাটানি ১২. বাতি জ্বালিয়ে যে আধারে রাখা হয় ১৩. পৃথিবী ১৪. আবির্ভাব ১৭. আকাঙ্খা

সমাধান ১৪৬ — পাশাপাশি: ১. চলচিত্র ৩. সাধক ৫. ধরা ৬. ভয়হীন ৯. চর ১০. বাগান ১১. বাকল ১৩. ধাঁচ ১৪. গালাগাল ১৮. স্পষ্ট ১৯. নিয়তি ২০. গুমর

ওপর-নিচ: ১. চর্চা ২. চিন্ময় ৩. সারা ৪. কর্ম ৫. ধন ৬. ভর ৭. হীরক ৮. রোগারোগা ৯. চর্ম ১১. বাচস্পতি ১২. লগা ১৫. লাগাম ১৬. লম্বা ১৭. কানি

আজকের দিন

■ **১৮৮৯** — হেমার্কেট ঘটনার স্মরণে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আইনে ১লা মে-কে বিশ্ব শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

■ **১৯৬০** — ভাষাগত ভিত্তিতে বোম্বে রাজ্যকে বিভক্ত করে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য তৈরি করা হয়েছিল।

■ **১৯৯১** — ভারত উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রবর্তন করে।

জন্মদিন

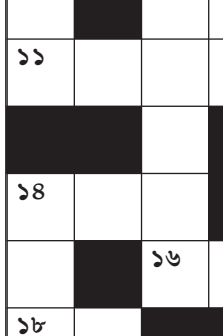

১৯১৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মান্না দের জন্মদিন।*

১৯৩৭ *প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি মহম্মদ হামিদ আনসারির জন্মদিন।*

১৯৪১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকারের জন্মদিন।*

মান্না দে

দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র: সুব্রত গুপ্ত

এক্সিট পোল অনেক সময় মেলে না। এটা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এবার ভোটের এক্সিট পোলের পরে মহা খুশি বিজেপি। অন্যদিকে, মাননীয়া দাবি করেছেন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরছি। অভিষেক দাবি করেছেন, বিজেপি ৫০-এর ওপর যাবে না। কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন, তৃণমূল অন্তত ২৩৫ আসন পাবে। ভোট এসে চলে গেল। এমন তো নয়, বকেয়া ভোটের ভোটারদের মনস্তাত্ত্বিক চাপে রাখার জন্য 'আমরা জিতব'; এই মৌখিক দাবি আবশ্যিক! তাহলে দু'পক্ষই কেন এই দাবি করছে? এ নিয়ে ধন্দ রয়েছে। কিন্তু আমজনতার একাংশ শান্তিপূর্ণ ভোটে 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'-এর শিরোপা দিচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। কেন্দ্র নিয়োজিত এসআইআর রূপায়ণের কর্তা, অভিজ্ঞ আমলা, মুখ্য পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত-র ভাবনার নির্যাস। **কথা বললেন অশোক সেনগুপ্ত।**

প্রশ্ন— গত ক'মাস ধরে এমন বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, যেন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত জিতলেন?

উত্তর— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সভ্যতার সংকট'-এ (১৯৪১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট এবং তার আক্রমণাত্মক স্বভাবের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আজ মানুষের জয়ধ্বনি নয়, আজ সভ্যতার পরাজয়ের করুণ ধ্বনি চারিদিকে শুনতে পাচ্ছি।' তিনি মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং প্রযুক্তি-নির্ভর যুদ্ধনীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। "Nationalism is a great menace." তিনি পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের যুদ্ধপ্রবণতা ও তার অধীন ব্যক্তিমানবের অবদমন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর অনেক কবিতায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, 'আহ্বান' কবিতায় তিনি লিখেছেন 'হে মহাজীবনের ধাত্রী, মৃত্যু তোমারে নমি।' এখানে তিনি যুদ্ধের ধ্বংস নয়, জীবনের আহ্বান জানান। বন্ধুদের চিঠিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে তিনি বলেন, সভ্য সমাজ মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। আমাদের এসআইআর ও নির্বাচন কোনও যুদ্ধ নয়। সরকারের সংবিধান ও আইনস্বীকৃত দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। এটা একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

প্রশ্ন— আপনি তো আইআইটি-র মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কম্পিউটার গুলে খাওয়া। জটিল এসআইআর প্রক্রিয়া সমাধানে কম্পিউটারকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন?

উত্তর— সদ্য-উদ্ভাবিত কোনও প্রকৌশল নয়! মূলত তথ্য-ভিত্তিক 'ডেটা বেসড' প্রশ্ন ছিল এর ভিত্তি।

প্রশ্ন— তাহলে এত অশান্তি, হইচই হল কেন? বিহারে এসআইআর সমীক্ষা রূপায়ণে তো এতোটা হয়নি?

উত্তর— বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর-এ কিছু পার্থক্য ছিল। নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু নয়া নির্দেশিকা দিয়েছিল। দ্রুত সেগুলো রূপায়িত করতে হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গবদ্ধ রাজনৈতিক বাধা, মানুষকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল বোঝানো; এ সব ছিলো।

প্রশ্ন— এসআইআর-এর তুমুল বিতর্কের মধ্যেই পুরো বিষয়টি মিশে যায় আইনি কাজিয়ায়। এর পর ভোটটা শান্তিপূর্ণভাবে নেওয়া খুব দুষ্কর ছিল। কীভাবে সেটা করলেন?

উত্তর— এর জন্য আমরা ঘুরে ঘুরে

পরিকল্পনা করেছিলাম। কোন জায়গায় কী ধরণের কাজ আবশ্যিক তা খতিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি। এর জন্য প্রতিটি জেলায় গিয়ে রাজনৈতিক কর্মী-নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। পর্যবেক্ষক, জেলা/পুলিশ প্রশাসন; সবার সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁদের মতামত নিয়েছি। আমাদের পরিকল্পনায় সেগুলো বিবেচনা করেছি। এ ছাড়া, পুরো ভাবনা বাস্তবায়িত করতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে যে ধরণের সমন্বয় দরকার, সেটা করেছি। সে কারণে নির্বাচনে এ রাজ্যের দুটো পর্যায়ে ভোট পেয়েছি ৯২/৯৩ শতাংশ মানুষের।

প্রশ্ন— অতীতে আপনি নির্বাচন পরিচালনা করেছেন। এবার এসআইআর এবং সংশ্লিষ্ট কাজ কতটা চ্যালেঞ্জের ছিল আপনার কাছে?

উত্তর— আমি বলবো বেশ চ্যালেঞ্জের ছিলো। চ্যালেঞ্জ বেশি ছিল এসআইআর-এ। কারণ, ওটায় দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে। তার মধ্যে নানা ধরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে। অনেক মানুষকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। সেটা আমার ভালো লাগেনি। প্রায় শেষ করে ফেলেছিলাম, কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট অবশিষ্ট কাজের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। আর, নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ ছিল কীভাবে ক'দিনের কাজটা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করা যায়।

প্রশ্ন— একদিকে রাইফেলধারী আধা সামরিক বাহিনীর ভয় দেখিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং একাংশকে চাপে রাখা, মানে কোল্যাটারাল বেনিফিট, এটা নিয়ে তো প্রশ্ন উঠেছে?

উত্তর— প্রথম থেকেই বলছিলাম, মানুষ শান্তি চায়। সাধারণ মানুষ হিংসা চায় না। যারা হিংসা করে তাদের সংখ্যা কম। আমরা যদি তাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিতে পারি, বা ঘরে ঢুকতে না চাইলে জেলে ঢুকিয়ে দিতে পারি, তাহলে বাদবাকি মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে আসবেন। সেটা আমাদের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যে কাজ করেছি। যেহেতু পেরেছি, সেই কারণে সাধারণ মানুষ ভয়হীনভাবে ভোট দিয়েছে!

ঋণ: 'দি ভয়েস'-এর অডিয়ো সাক্ষাৎকার।
ফাইল ছবি: সুব্রত গুপ্তর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন অশোক সেনগুপ্ত

আজ ২৫৭০তম বুদ্ধজয়ন্তী ● প্রসঙ্গ: বৌদ্ধ শিক্ষা

অমলেন্দু চৌধুরী

বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের যাবতীয় যুক্তিহীন ক্রিয়াবহুলতা ও পরবর্তী অনুদারতার এক অনিবার্য প্রতিক্রিয়া।

ডঃ আম্বেদকর বললেন- ভারতীয় ধর্ম তিনটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। প্রথমে প্রচলিত বৈদিক ধর্ম কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে স্থান হারায় এবং এর ফলস্বরূপ হিন্দুধর্মের উদ্ভব ঘটে। ব্রাহ্মণ্য যুগেই বৌদ্ধধর্মের জন্ম হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম বৈষম্য, কর্তৃত্ব এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাজনের বিরোধিতা করেছিল, যা ব্রাহ্মণরা ভারতে প্রথম প্রবর্তন করেছিল। বৌদ্ধধর্মের উত্থান ফরাসি বিপ্লবের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের চতুর্বর্ণ-তত্ত্ব জাহির করার ফলে শূদ্রদের অবস্থা ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণ-ভাগে ধর্মের যে রূপান্তর দেখা যায় তার ফলে যাগ-যজ্ঞে অনুষ্ঠানের বাহুল্য এবং সমাজে পুরোহিতের প্রাধান্য ঘটে। তখন থেকে ধর্ম আর ভক্তি-প্রধান রইল না, অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়ে প্রাণহীন হয়ে পড়ল।

এ অবস্থায় প্রতিকারের জন্ম ধর্ম সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি। বৌদ্ধধর্মের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-সমূহ লক্ষ্য করার মতো।

প্রথমতঃ, বুদ্ধের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বা দর্শনেই তাঁর ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিবোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায়-বৌদ্ধধর্মে এই চারিটি ধ্রুবসত্য নামে অভিহিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই ধর্মের জনপ্রিয়তাই এর একটা বৈশিষ্ট্য। যুগধর্মের দুঃখবাদ হতে জন্মলাভ করলেও বুদ্ধ প্রবর্তিত দুঃখ নিবৃত্তির সরল উপায় সমূহ সহজেই জনচিত্ত আকৃষ্ট করেছিল। বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় এই ধর্ম যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল সত্য, কিন্তু তাঁর পরিনির্বাণের পরবর্তী একশত বছরের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরিশেষে এই ধর্ম বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার সাধন করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

তৃতীয়তঃ বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা এই ধর্মের আর একটি বিশিষ্ট অবদান। গৌতমবুদ্ধ গণশিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। তৎকালীন আহ্মাণ পণ্ডিতদের ভাখা সংস্কৃতকে পরিত্যাগ করে তিনি জনগণের ভাষা মাগধী প্রাকৃত ও পালি ভাষায় তাঁর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এমন কি অশোকের সময় পর্যন্ত, ভিক্ষুসংঘ কোশল-মগধের ভাষা অর্থাৎ মাগধি-প্রাকৃত ও পালিভাষায় তাঁদের ধর্মালোচনা করতেন ও শাস্ত্রসমূহ রচনা করতেন। শিক্ষা-নীতি ও শিক্ষা পরিচালনার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ধর্মমতের পার্থক্যই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রচনা করেছিল।

সংঘ শিক্ষাই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার বিশিষ্ট অবদান।

মহাপরিনির্বাণের পূর্বে শিষ্য আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন যে, তাঁর অভাবে ভিক্ষুসংঘই শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবে।

বৌদ্ধ সংঘে কোন জাতিবিভাগ ছিল না। সংঘে যোগদান করার পরে রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শুদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই চীবর বা কাষায় বস্ত্র পরিধান করতে হত। পোষাক পরিচ্ছদে সাদৃশ্য রক্ষিত হওয়ায় সংঘ শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শের সৃষ্টি হল। সংঘভুক্ত শিষ্যগণ সকলেই উপলব্ধি করতে পারতেন যে, বুদ্ধ প্রর্দশিত পথে চলতে পারলে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ হবে। এতদিন পৌরোহিত্য ও অধ্যাপনার চাবিকাঠি ব্রাহ্মণদের হাতেই ছিল। বুদ্ধের সমসাময়িক শিষ্যদের মধ্যে সকল বর্ণেরই স্থান ছিল। সারিপুত্র ও মৌদগলায়নের ন্যায় ব্রাহ্মণ; আনন্দ, রাহুল, ও অনিরুদ্ধের ন্যায় ক্ষত্রিয়; যশ ও অনাথপিণ্ডদের ন্যায় শ্রেষ্ঠী, উপালীর ন্যায় শূদ্র সকলেই বুদ্ধের করুণায় সংঘে যোগদান করার অধিকার লাভ করেছিলেন।

বুদ্ধজীবনের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়গুলির আদর্শে সংঘজীবনের অধ্যায়গুলি রচিত হয়েছিল। মহাভিণিষ্ক্রমণ, কৃচ্ছ্রতাবরণ ও কঠোর তপস্যা এবং পরিশেষে বুদ্ধত্ব অর্জন বুদ্ধের জীবনের এই তিনটি বিশেষ অধ্যায় সংঘভুক্ত শিষ্যের জীবনেও পুনরাবৃত্তি হত। কঠোর ব্রহ্মচর্যের মধ্যে শ্রমণের জীবন যাপন এবং তৎপরে বোধিজ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক শিষ্যেরই কাম্য ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর পাণ্ডিত্যে গভীর আস্থা যেমন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষকের প্রতি অনুরক্ত করত। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় উপাধ্যায় ও কর্মাচার্য নামে দু-শ্রেণীর শিক্ষকের উল্লেখ রয়েছে। উপাধ্যায় ছাত্রকে বিদ্যা বিতরণ করতেন। কর্মাচার্য ছাত্রকে বিনয়শিক্ষা দিতেন। বিদ্যার্থীকে এই দু-শ্রেণীর শিক্ষকদেরই সেবা করতে হত।

বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু, পরিব্রাজক ইৎসিঙের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে ছাত্র প্রতিদিন প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় অধ্যয়নের জন্য শিক্ষকের সমীপবর্তী হতেন। পীড়িত ছাত্রের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা শিক্ষককেই করতে হত। উপাধ্যায় ও কর্মাচার্যগণ সারা জীবন ধরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত থাকতেন। বৌদ্ধ শিক্ষার ইতিহাসে নালন্দা স্বর্ণযুগ রচনা করেছিল। ইংসিঙ ছাত্র-ছাত্রীদের বয়ক্রমানুসারে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার এক ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন। ষষ্ঠ বর্ষে বিদ্যা আরম্ভ হত। শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণের উপরে প্রথম থেকেই বিশেষ লক্ষ্য দেয়া হত। অষ্টম বর্ষে পানিনির ব্যাকরণ পড়ান হত। দশম বর্ষ থেকে আরও গভীর ভাবে ব্যাকরণের অধ্যাপনা চলত। পঞ্চদশ বর্ষ থেকে পতঞ্জলির মহাভাষ্য, হেতুবিদ্যা, অভিধর্ম প্রভৃতির অধ্যাপনা চলত। এ ছাড়া শ্রমণগণ বিনয়সূত্র ও বৌদ্ধ দর্শনাদি অধ্যয়ন করতেন। উচ্চতর বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ছাত্রদের নালন্দা প্রভৃতি মহাবিহারে প্রবেশ করতে হত।

বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হবার ফলে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা আরও প্রসার লাভ করেছিল। সময়ানুক্রম বিচার করলে দেখা যাবে যে, সম্রাট অশোকের সময় থেকে বাংলার পাল নৃপতিদের রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রায় ১২শ বৎসর ধরে বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে ভারতীয় সংস্কৃতি বহিভারতে প্রচারিত হয়েছিল।

প্রথমতঃ দেশের যুবশক্তিকে বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট করে সংঘবদ্ধ করার পরিকল্পনা। দ্বিতীয়তঃ সংঘবহিভূত জন-সাধারণের সহানুভূতি লাভের প্রচেষ্টা। তৃতীয়তঃ সমাজের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষানুগ্রাহীদের বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট করে তাদের সাহায্যে এই ধর্মের প্রচার সাধন। চতুর্থতঃ জনশিক্ষার এক উদার পরিকল্পনা গ্রহণ।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাথে প্রতিযোগিতায় বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার দায়িত্বও ভিক্ষুসংঘকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। বৌদ্ধশিক্ষা এ সময়ে ভারতের যুবশক্তিকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল বলেই তাদের বিদগ্ধতায় ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িকদের যুক্তি খণ্ডিত হয়েছিল এবং ভারতে ও বহির্ভারতে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙনাগ, নাগার্জুন, শান্তরক্ষিত, কমলশীল, রত্নাকরশান্তি, আর্যদেব, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি বিবুধমণ্ডলী ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে অলংকৃত করে গেছেন।

এই সময়ে বৌদ্ধশিক্ষায় উন্নততর সূচিত হয়। প্রত্যেক বৌদ্ধসংঘের সাথে দু-শ্রেণীর বিদ্যালয় সংযুক্ত হয়েছিল-বর্হিবিভাগীয় সংঘ বিদ্যালয় এবং আভ্যন্তরীণ সংঘ বিদ্যালয়। প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল জনসাধারণের জন্য। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও তারা এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতে পারতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল সংঘভুক্ত ভিক্ষসংঘদের জন্য ।

বৌদ্ধসংঘে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা বুদ্ধের সময় থেকে আরম্ভ হয়। প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধ স্বয়ং মাতা গৌতমীর অনুরোধে নারী শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। দানধর্ম, সমাজসেবা, পরহিত রত প্রভৃতিতে ভিক্ষুনীগণ, বুদ্ধের অন্যান্য শিষ্যদের মতই আত্মসমর্পণ করতেন। শ্রাবস্তীর শেষ্ঠীকন্যা বিশাখার দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সশিষ্য তথাগত শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হলে বিশাখা তাঁদের সমস্ত সেবাদানে অর্থ ও কায়িকশ্রম দান করতেন।

বৌদ্ধদের সংঘারাম, বিহার, চৈত্য প্রভৃতি ধীরে বীরে আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমসাময়িক রাজা মহারাজা, শ্রেষ্ঠী ও জনসাধারণ বিহার ও সংঘারাম নির্মাণে অর্থদান পূণ্য বলে মনে করায় এগুলির আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। এরূপে বৌদ্ধবিহার সমূহ ক্রমে মহাবিহারে রূপান্তরিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাও এইরূপে সম্ভব হয়েছিল।

প্রথমতঃ বর্ণনির্বিশেষে জনসাধারণের জন্য শিক্ষার সুবিধা করে দিয়ে বৌদ্ধশিক্ষা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার গণতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থায় আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপকতা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সংঘভুক্ত ভিক্ষুগণ সমষ্টিগত ভাবে জীবনযাপন করে আত্মনির্ভরশীলতা ও ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সুযোগ পেতেন। তৃতীয়তঃ বৌদ্ধসংঘে ছাত্র সংখ্যা বেশী থাকায় এখানে শ্রেণী শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষভাবে গড়ে উঠে। বৌদ্ধসংঘে দু-শ্রেণীর শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষার দায়িত্ব বিভক্ত থাকার ফলে বিদ্যার্থীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ লক্ষ্য করে শিক্ষাদান সম্ভব হত। চতুর্থতঃ বৌদ্ধ শিক্ষাই সর্বপ্রথমে জনশিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করেছিল। মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। পঞ্চমতঃ জনসাধারণের দানে মহাবিহারগুলি গড়ে উঠার ফলে বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে সর্বপ্রথম সাধারণ বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। ষষ্ঠতঃ বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি এ সময়ে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। মহাবিহারসমূহে বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুবন্দোবস্ত থাকায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু ছাত্র এখানে অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হতেন। সপ্তমতঃ বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার শরীর ও বৃত্তিমুলক শিক্ষা বিশেষ প্রভার লাভ করে। মহাবিহারের যাবতীয় কার্য সংঘভুক্ত ভিক্ষুদের করতে হত বলে শিল্প, ভাস্কর্য, প্রভৃতির অধ্যয়ন ও অনুশীলন সংঘশিক্ষায় স্থান লাভ করে। বৌদ্ধ শিক্ষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়। বৌদ্ধ চিকিৎসক জীবক, নিদানকার চরক প্রভৃতির নাম সুপ্রসিদ্ধ। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুবন্দোবস্ত ছিল।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, বৌদ্ধ শিক্ষার ফলে বৌদ্ধ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে সংস্কৃত ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। বৌদ্ধ শিক্ষার এই স্বরূপটি বুঝতে পারলে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার অবদান সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক,
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া

পুরুলিয়ায় ভোট-অঙ্কে জোর

জয়-পরাজয়ের হিসাব কষতে ব্যস্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ভোট শেষ হতেই পুরুলিয়া জেলার ৯টি বিধানসভা এলাকার প্রার্থীরা ভোটের হিসাব নিকাশ কষতে ব্যস্ত। কোন বুথ থেকে লিড হচ্ছে, কোন বুথে পিছিয়ে থাকছে, দলীয় কর্মী সমর্থকদের থেকে তা জেনে নিয়ে চলছে ভোটের অঙ্ক মেলানোর হিসাব নিকাশ। দীর্ঘ এক মাস ধরে প্রার্থীরা পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ চষে বেড়িয়েছেন। ভোটারদের মন পেতে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ মাথায় নিয়ে প্রার্থীরা প্রচার করেছেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। পুরুলিয়ায় ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন। বিপুল সংখ্যায় ভোট পড়ায় প্রার্থীরা তাঁদের জয় নিয়ে আশাবাদী। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, রঘুনাথপুর বিধানসভায় বাম, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি-সহ আট জন প্রার্থী ছিল। তবে বিধানসভায় মূল লড়াই দুই ফুলের মধ্যে হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি কাউন্টিং এজেন্টদের ফর্ম পূরণ করার পাশাপাশি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এজেন্টদের কাউন্টিংয়ের সময় কোন বিষয়গুলি নজর রাখতে হবে, সেই বিষয়ে ট্রেনিংয়ে জানানো হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রঘুনাথপুর বিধানসভাটি পুরুলিয়া জেলার সবচেয়ে নজরকাড়া বিধানসভা। বিধানসভার মধ্যে নিতুড়িয়া ব্লক কয়লাক্ষেত্র তথা কোলিয়ারি রয়েছে। সাঁতুড়ি, নিতুড়িয়ার পাশ দিয়ে দামোদর নদ বয়ে চলেছে। যে নদের বালি সোনার চেয়ে মূল্যবান। এই বিধানসভার রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাঞ্চেত জল বিদ্যুৎ, সিমেন্ট, স্টিল ও স্পঞ্জ আয়রন কারখানা রয়েছে। পাঁচশোর বেশি ছোট কারখানা রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের বেশ কিছু অংশ বিধানসভার মধ্যে রয়েছে। মহকুমা দপ্তর, মহকুমা আদালত, মহকুমা কারাগার থেকে শুরু করে সমস্ত রকম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর বিধানসভার মধ্যে রয়েছে। ফলে সরকারি রেভিনিউ থেকে শুরু করে সমস্ত দিক থেকে বিধানসভাটি আর্থিকভাবে সচ্ছল। তাই এখানে রাজনৈতিক লড়াই হয় অন্যরকম। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অভিমত, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের হাওয়া ২০২১ সালের বিধানসভায় কাজ করেছিল। তারপরেও মাত্র হাজার পাঁচেক ভোটে বিজেপি জিতেছিল। তবে সেই সময় দলের একটি গোষ্ঠী তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। যার জন্য ফলাফল খারাপ হয়েছিল। এবারের নির্বাচনে সেই গোষ্ঠী তৃণমূল প্রার্থীর পক্ষেই রয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির জয়ী বিধায়ক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেননি বলে দল তাঁর বদলে দীর্ঘদিনের লড়াকু নেত্রী মামনি বাউড়িকে টিকিট দিয়ে অক্সিজেন ফেরত আনে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নীতি আদর্শ সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছে। তাই দুই দলের প্রতি আস্থা হারিয়ে প্রচুর মানুষ সিপিএমে ফিরেছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, রঘুনাথপুর পুরসভা এবং রঘুনাথপুর-১ নম্বর ব্লকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলকে বারবার ডুবিয়েছে। কলকাতার নেতৃত্ব তা মেনে নিয়েছে। এবারও ওই দুই জায়গা থেকে তৃণমূল লিড পাবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে সাঁতুড়ি ও নিতুড়িয়া ব্লকে ফলাফল ভালো হবে। লোকসভায় সাঁতুড়ি সাড়ে সাত হাজার ভোট লিড দিয়েছিল। এবার সেই লিড ধরে রাখতে পারলেই তৃণমূলের জয় নিশ্চিত। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঁতুড়িতে তারা প্রায় তিন হাজার ভোটে পিছিয়ে থাকছে বলে ধরা হয়েছে। তবে রঘুনাথপুর শহর ও নিতুড়িয়া থেকে দু' হাজার এবং রঘুনাথপুর-১ নম্বর ব্লকে ১০ হাজার লিড থাকবে বলে তারা মনে করছে। বিজেপি প্রার্থী মামনি দেবী বলেন, 'নির্বাচনে জিতছি। মানুষ তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।' তৃণমূল প্রার্থী হাজারী বাউড়ি বলেন, 'রঘুনাথপুরে শিল্পায়ন থেকে প্রকল্প, রাস্তা থেকে জল সব কিছুতেই কাজ হয়েছে। আদিবাসীরা তৃণমূলের শাসনে শান্তিতে রয়েছে। ব্যাপক ভোটে লিড পেয়ে জয়ী হচ্ছি।'

ভোট গণনার আগে ঝাড়গ্রামে তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বিধানসভা নির্বাচনের ভোট পর্ব শেষ, এবার নজর ফল ঘোষণার দিকে। আগামী ৪ মে ভোট গণনাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক মহলে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই বৈঠকে মূলত ভোট গণনাকে ঘিরে দলীয় কৌশল নির্ধারণ, সংগঠনকে আরও সক্রিয় করা এবং সার্বিক প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোট গণনার দিন প্রতিটি বুথের ফলাফল সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ, এজেন্টদের ভূমিকা নিশ্চিত করা এবং সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতো বলেন, 'দলীয় নির্দেশ মেনে ভোট গণনার দিন আমাদের প্রত্যেক কর্মীকে সজাগ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান রেখে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং প্রতিটি ভোটের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।' পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভাতেই তৃণমূল কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়লাভ করবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতো, বিনপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বিরবাহা হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মঙ্গল সরেন, জেলা তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল দত্ত সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

চন্দ্রকোনায় বজ্রপাতে মৃত ২, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের মাধবপুর এলাকায় বজ্রপাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দু'জনের। গুরুতর আহত আরও চারজন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাধবপুর এলাকায় পাঁচজন মিলে গাছ কাটার সময় আচমকাই বিকট শব্দে বজ্রপাত হয়। গুরুতর আহত তিন জনকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অপরদিকে একই সময়ে ওই এলাকার বাসিন্দা রূপালী বেরা নামে এক মহিলা বজ্রাঘাতে আহত হন। তাকেও চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের নাম সাহাবুদ্দিন মণ্ডল (৬০) ও লিটন মণ্ডল (৩৮)। আহতদের মধ্যে রয়েছেন কাজল মল্লিক (৩৫), রিঙ্কু মণ্ডল (২৬) এবং শেখ নাসির উদ্দিন। এদের মধ্যে চারজনের বাড়ি মহেশপুর এলাকায়। আরেক জনের বাড়ি মাধবপুরে। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান চন্দ্রকোনা বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলুই।

বৃষ্টির ছোঁয়া পেতেই পাট চাষে স্বস্তি মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে জেলাজুড়ে পাটের চারা খটখটে জমিতে ধুঁকছিল। কার্যত চারাগাছ নেতিয়ে পড়েছিল। চাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ছিল। বৃষ্টির ছোঁয়া পেতেই পাটের চারা সতেজ হয়ে উঠল। পাট চাষিদের মুখে হাসি ফিরে এল। বৃষ্টিতে মাটি ভিজতেই চাষিরা সকাল থেকে পাটের জমির আগাছা তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বহরমপুর, হরিহরপাড়া, নওদা, দৌলতাবাদ, ইসলামপুর-সহ পাট চাষ এলাকার চাষিরা বেজায় খুশি। চাষিদের দাবি, আকাশের বৃষ্টির জেরে মাথা থেকে চিন্তার বোঝা নামল। এদিনও মেঘলা আকাশ চাষিদের উৎসাহে জোয়ার এনেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলের কিছু অংশ ও বাগরি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় পাট চাষ হয়। বাগরি এলাকার চাষিদের কাছে পাট প্রধান অর্থকরী ফসল। জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদে ১ লক্ষ ১৬ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। পাট চাষিদের কাছে জলসেচ অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। অধিকাংশ চাষিরা বৃষ্টির দিকেই তাকিয়ে থাকেন। কোথাও কোথাও এক কিমি দু'কিমি পাইপ ফেলে শ্যালো মেশিনে পাটের জমিতে সেচ দেওয়া হয়। রাজধরপাড়া এলাকার পাট চাষি নিজাম মণ্ডল বলেন, গত বছর পাট চাষে কোনও চিন্তা করতে হয়নি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর বৃষ্টি হওয়ায় সেচের ঝামেলা ছিলনা। এমনকী পাট পচানোর জন্য জলের অভাবও হয়নি। এবার পাট চাষের শুরু থেকেই সূর্যের তাপ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়েছিল। রবিবারের এক পশলা বৃষ্টিতে তাপমাত্রার পারদ অনেকটা নিচে নেমে স্বস্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে রবিবারের বৃষ্টিতে সব থেকে খুশি হয়েছেন পাট চাষিরা। কারণ তীব্র দাবদাহে জমিতে জমিতে পাটের চারা মাথা নুইয়ে দিয়েছিল। পাতা ছাড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সোমবার সকালে কুমড়দহ এলাকায় পাটের জমিতে নিরান দিচ্ছিলেন বাবর বিশ্বাস। তিনি বলেন, রবিবার আবহাওয়া না বদলালে গাছ বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়ত। কুমড়দহ ঘাট থেকে একটু দূরে রারুইপাড়া এলাকায় রাজ্য সড়কের দুপাশারি জমিতে পাট চাষ হয়। প্রত্যেক জমিতে চাষিরা আগাছা তুলতে ব্যস্ত। পাট চাষি কাবিল শেখ বলেন, 'আজও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জমিতে জল দাঁড়ালে আগাছা পরিষ্কার করা যাবেনা। তাই আজ সকাল থেকেই মাঠে নেমেছি।'

ভোট পার হতেই জলের দাবিতে পঞ্চায়েত ঘেরাও মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: গরমের পারদ যত বাড়ছে ততই বাড়ছে পানীয় জলের সঙ্কট। টাইম কলে পর্যাপ্ত পরিমানে হচ্ছে না জল সরবরাহ। দেখা দিয়েছে জলের হাহাকার। ঘটনা পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া ব্লকের ভামুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বারুইপাড়া, বড়া, ঢাঙ্গাজোড় ও ভামুরিয়া গ্রামের। পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসীদের ছুটতে হচ্ছে বহু দূরে। পঞ্চায়েত, ব্লক ও পিএইচই দপ্তরকে অভিযোগ জানিয়ে কোন সুরাহা না মেলায় গ্রামবাসীরা ভামুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় এদিন ঘেরাও করে দেখান বিক্ষোভ। মহিলারা বলেন, গরম পড়তে না পড়তেই জলের হাহাকার, দেখা দিয়েছে জল কষ্ট। টাইম কলে পর্যাপ্ত পরিমানে জল সরবরাহ না হওয়ায়

চরম সমস্যা দেখা দিয়েছে। কয়েক মিনিট জল পড়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে বহু দূরে গিয়ে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। ফি বছর প্রতিশ্রুতি মেলে জল সমস্যা সমাধানের। জল সমস্যা দূর করতে নেওয়া হয় না কোন উদ্যোগ। নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমানে জল সরবরাহের দাবিতে একাধিক গ্রামের মানুষ পঞ্চায়েত ঘেরাও করে দেখান বিক্ষোভ। ভামুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অতনু চক্রবর্তী জল সঙ্কটের কথা স্বীকার করে বলেন, বড়া, বারুইপাড়া, ঢাঙ্গাজোড়, ভামুরিয়া গ্রামে জল সমস্যা দীর্ঘদিনের। পিএইচই দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছে। কোন ব্যবস্থা নেননি পিএইচই আধিকারিকরা। জল সমস্যা সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসনকে চিঠি লিখছি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, 'দামোদর নদ থেকে পাইপে করে জল যাচ্ছে রঘুনাথপুর শহরে। অথচ এলাকার গ্রামগুলিতে হচ্ছে না জল সরবরাহ। দ্রুত সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব আমরা।'

উলুবেড়িয়ায় নয়া সরকার নিয়ে প্রত্যাশী জরিশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: রাজ্যের অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচন শেষ। নতুন সরকার গঠিত হবে আগামী ৪ মে'র পর। নতুন সরকারকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে তৈরি হয়েছে প্রত্যাশা। হাওড়ার পাঁচলার জরি শিল্পের সুনাম বিশ্ব জুড়ে। কিন্তু ক্রমশ পাঁচলার জরি শিল্পের কারখানা আজ ধুঁকছে। অথচ একটা সময়ে জরি শিল্পীরা দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করে হাজার টাকা রোজগার করতেন। ঘরে ঘরে মহিলারা নিপুন হাতে ফুটিয়ে তুলতেন বিভিন্ন কারুকাজ। এখন তা অনেক কমে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু কেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, সরকারি স্তরের অবহেলা, পরিকল্পনাহীনতার চিত্র। তবে এত সবের মধ্যেও নতুন সরকারের কাছে আশাবাদী জরি শিল্পীরা। সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক মুজিবর রহমান জানিয়েছেন,'নতুন সরকারের কাছে জরি শিল্পীরা প্রত্যাশী আমরা। কিছু একটা করবে আশা করছি।'

আইএসসিতে অসাধারণ সাফল্য বারাসাতের মেয়ে স্বেতাদাত্রী সাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ভারতবর্ষ জয় করল বাংলার মেয়ে স্বেতাদাত্রী সাহা। ফের বাংলার জয়জয়কার জাতীয় স্তরের মেধা তালিকায়। আইএসসি পরীক্ষায় ৯৯.৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে দেশে অসাধারণ সাফল্য অধিকার করল উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের ম্যাগ্নোলিয়া ফ্যান্টাসি আবাসনের বাসিন্দা স্বেতাদাত্রী সাহা। অন্যদিকে, শিলিগুড়ির হৃষী চৌবেও ৪০০-র মধ্যে ৪০০ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। দুই ছাত্রীর এই অভাবনীয় সাফল্যে খুশির হাওয়া রাজ্য জুড়ে।

স্বেতাদাত্রী সাহা বারাসাত

অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। আগামী দিনে স্বেতাদাত্রী ইউপিএসসি পরীক্ষা দিতে চাইছে। স্বেতাদাত্রী জানান, বাবা পেশায় ব্যবসায়ী মনতোষ সাহা, মা প্রফেসার মাধবী সন্নামার্ত তার এই সাফল্যের প্রধান কারিগরি। এছাড়াও তার বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, গৃহশিক্ষিকা ও বন্ধুরাও তাকে সর্বদা উৎসাহিত করেছে। আইসিএসসি পরীক্ষাতে সে পেয়েছিল ৯৭.৬ শতাংশ নম্বর। বাড়িতে প্রায় ১২ ঘণ্টা পড়াশোনা করতো। আগামী দিনে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য স্বেতাদাত্রী বলেন, 'সাফল্যের জন্য লক্ষ্য স্থির করে মনোযোগ নিয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি নিজের স্কিল বাড়াতে হবে তবেই সাফল্য আসবে।' তার এই সাফল্যে বাবা, মা, বন্ধু বান্ধব, পরিবারের সদস্য-সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা আনন্দিত। বাবা মনতোষ সাহা জানান, 'ও নিজের মতনই পড়াশোনা করত। ওর মা'ই পড়াশোনা বিষয়টি বেশি দেখত। মেয়ে ভালো রেজাল্ট করবে এটা আমাদের মনে হয়েছিল। তবে একেবারে দেশের মধ্যে প্রথম হয়ে আমাদের অভিভূত করেছে। আগামী দিন দেশের জন্য ও কাজ করতে চায়। ওর চাওয়াকে আমরা সারা জীবন প্রাধান্য দিয়েছি, এবারেও ও যা চায় তাই করবে। আমরা ওকে উৎসাহিত করে যাব। দেশের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম হবে।'

SBI এসবিআই ভাটিবারি শাখা (৭১৪২)
গ্রাম - চিলুরঘাট, পো - ভাটিবার
জেলা - আলিপুরদুয়ার, ফোন : ০৩৫৬৪-২২২২০২

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী জিমা ডাকুয়া (অ্যাকাউন্ট নং ৬২১৬) স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই ভাটিবাড়ি** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন এবং নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যারা নোটিশ/নোটিশগুলির যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **১১.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণ/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি জিমা ডাকুয়া (অ্যাকাউন্ট নং - ৬২১৬)

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১১.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১৮.৮০০ গ্রাম নিট ওজন ১৭.০০০ গ্রাম	১টি হার ১টি চেন

তারিখ: ০১.০৫.২০২৬
স্থান: ভাটিবারি

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই ভাটিবারি

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড
CIN: L27106WB1996PLC076866
রেজিস্টার্ড অফিস : মৌজা - চামরাইল, এনএইচ -৬
হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১১৪
ইমেল : info@aanchalispat.com, টেলিফোন : ০৩৩ ২৩২৩ ০০৫২
ওয়েবসাইট : www.aanchalispat.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলী মেনে ইজিএম আহ্বানের জন্য প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে, **আঁচল ইস্পাত লিমিটেড-এর সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) শনিবার, ২৩ মে, ২০২৬ তারিখে দুপুর ০১.৩০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/ আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম")**-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৩ সালের আইন ("আইন") এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিমালা এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক জারিকৃত প্রাসঙ্গিক সার্কুলারসমূহ মেনে।

উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারসমূহ মেনে, কোম্পানি সেইসব সদস্যদের কাছে ইজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি পাঠাবে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নিবন্ধিত আছে। ইজিএম-এর নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.aanchalispat.com**-এ, যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে তার ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**-এ, এবং পূর্ব শেয়াররেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড ("পূর্ব")-এর ওয়েবসাইট **https://evoting.purvashare.com**-এও পাওয়া যাবে।

ইজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার জন্য কোম্পানি তার সকল সদস্যকে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে। এছাড়াও, কোম্পানি ইজিএম চলাকালীন একটি ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা ('ই-ভোটিং') প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং অথবা ইজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হলো **১৬ মে ২০২৬**।

দূরবর্তী ই-ভোটিং পর্ব শুরু হবে **বুধবার, ২০ মে ২০২৬ সকাল ৯টায়** এবং শেষ হবে **শুক্রবার, ২২ মে ২০২৬ বিকাল ৫টায়।** এরপর ভোটদানের জন্য পূর্বা কর্তৃক দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।

যেসব সদস্যের কাছে ভৌত শেয়ার রয়েছে কিন্তু কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বিবরণ;ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে ও পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-স্বাক্ষরিত স্ক্যান করা কপি) এবং আধার (আধার কার্ডের স্ব-স্বাক্ষরিত স্ক্যান করা কপি);কোম্পানিকে ইমেল অথবা আরটিএ-এর মাধ্যমে **cs@aanchalispat.com** বা **evoting@purvashare.com**-এ প্রদান করুন।

অতিরিক্ত সাধারণ সভায় (ইজিএম) যোগদান এবং রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি অসাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

ইজিএম-এ যোগদান এবং ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা সমস্যা থাকলে, আপনি শ্রীমতী দীপালি ধুরি, কমপ্লায়েন্স অফিসার, পূর্বা শেয়াররেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট নং ৯, শিব শক্তি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, জে. আর. বোরিচা মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০১১-কে ইমেল করতে পারেন অথবা **evoting@purvashare.com**-এ ইমেল পাঠাতে পারেন বা ০২২-৪৯৬১৪১৩২ এবং ০২২-৩৫২২০০৫৬ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

আঁচল ইস্পাত লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পুস্পেন্দু কয়াল
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান : হাওড়া
তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
(লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮-এর ১৩ ধারার উপধারা (৩) এবং ২০০৯-এর লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ অনুসারে) এলএলপি-র নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞাপন
কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে
লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮-এর ১৩ ধারার উপধারা (৩) এবং ২০০৯-এর লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ সম্পর্কিত
এবং
সিমেরিন কমোট্রেড এলএলপি (LLPIN - ACI-7976) এর বিষয়ে, যার নিবন্ধিত কার্যালয় **শিবানী কমপ্লেক্স BI-১ ৩য় তল, FI B2, 47C পটারি রোড, সিল লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৫। (আবেদনকারী)।**
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত এলএলপি তার নিবন্ধিত কার্যালয় "**পশ্চিমবঙ্গ**" রাজ্য থেকে "**উত্তর প্রদেশ**" রাজ্যে পরিবর্তন করার অনুমতি চেয়ে লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮-এর ধারা ১৩ (৩)-এর অধীনে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে একটি আবেদন করেছে।
যে কোনো ব্যক্তি, যার স্বার্থ এলএলপি-এর নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে, তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামাসহ তার আপত্তি কলকাতার কোম্পানি নিবন্ধকের কাছে সরাসরি পৌঁছে দিতে বা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন। এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী এলএলপি-কে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় তার নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।
সিমেরিন কমোট্রেড এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
সুজিত আগরওয়াল
মনোনীত অংশীদার
(ডিপিআইএন-০১১৯৬০২৪)
শিবানী কমপ্লেক্স BI-১ ৩য় তল, FI B2, ৪৭সি পটারি রোড, সিল লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১৫
স্থান : কলকাতা ইমেল : eco.roc14@gmail.com
তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
(২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এবং উপ ধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ অধীনে) এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের বিজ্ঞাপন
কোম্পানি রেজিস্ট্রার , কলকাতা সমীপে
২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এবং উপ ধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ বিষয় সম্পর্কিত
এবং
গানেট ডিস্ট্রিবিউটরস এলএলপি (এলএলপিআইএন-এসিআই-৯৪৩৬) রেজিস্টার্ড অফিস : **১-ই,২য় তল, আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯৫/২, জিটি রোড, সালকিয়া, হাওড়া, উলুবেড়িয়া-১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭১১১০৬** (আবেদনকারী)।
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এলএলপি তাদের রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ**" রাজ্য থেকে "**উত্তর প্রদেশ**" রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩(৩) অধীনে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এবং / বা আপত্তি থাকলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতার নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১(একুশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং বা রেজিস্টার্ড ডাকে এবং আবেদনকারী এলএলপি এর উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে একটি কপি সহ নোটিশ পাঠাতে পারেন।
গানেট ডিস্ট্রিবিউটরস এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
সুজিত আগরওয়াল
ডেজিগনেটেড পার্টনার
(ডিপিআইএন -০১১৯৬০২৪)
১-ই,২য় তল, আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯৫/২, জিটি রোড, সালকিয়া, হাওড়া উলুবেড়িয়া-১, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৬
স্থান : কলকাতা ইমেল : eco.roc14@gmail.com
তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
(২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এবং উপ ধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ অধীনে) এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের বিজ্ঞাপন
কোম্পানি রেজিস্ট্রার , কলকাতা সমীপে
২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এবং উপ ধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ বিষয় সম্পর্কিত
এবং
ইলিকম ট্রেডার্স এলএলপি (এলএলপিআইএন-এসিআই-৮১৭৯) রেজিস্টার্ড অফিস : **শিবানী কমপ্লেক্স BI-১ ৩য় তল, FI B2, 47C পটারি রোড, সিল লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৫।** (আবেদনকারী)।
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এলএলপি তাদের রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ**" রাজ্য থেকে "**উত্তর প্রদেশ**" রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩(৩) অধীনে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এবং / বা আপত্তি থাকলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতার নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১(একুশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং বা রেজিস্টার্ড ডাকে এবং আবেদনকারী এলএলপি এর উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে একটি কপি সহ নোটিশ পাঠাতে পারেন।
ইলিকম ট্রেডার্স এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
মণীশা আগরওয়াল
ডেজিগনেটেড পার্টনার
(ডিপিআইএন -০৭৩০৯৭৭৭)
শিবানী কমপ্লেক্স BI-১ ৩য় তল, FI B2, 47C পটারি রোড, সিল লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৫
স্থান : কলকাতা ইমেল : eco.roc14@gmail.com
তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
(২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এবং উপ ধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ অধীনে) এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের বিজ্ঞাপন
কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে
২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এবং উপ ধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ বিষয় সম্পর্কিত
এবং
ডিয়ার গোল্ড ট্রেডার্স এলএলপি (এলএলপিআইএন-এসিআই-০৭৬২) রেজিস্টার্ড অফিস **১-ই, ২য় তল, আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯৫/২, জিটি রোড, সালকিয়া, হাওড়া, উলুবেড়িয়া-১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭১১১০৬** (আবেদনকারী)।
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এলএলপি তাদের রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ" রাজ্য থেকে "**উত্তর প্রদেশ**" রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩(৩) অধীনে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এবং / বা আপত্তি থাকলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতার নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১(একুশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং বা রেজিস্টার্ড ডাকে এবং আবেদনকারী এলএলপি এর উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে একটি কপি সহ নোটিশ পাঠাতে পারেন।
ডিয়ারগোল্ড ট্রেডার্স এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জীব কুমার সারাওগি
ডেজিগনেটেড পার্টনার
(ডিপিআইএন -০০৭৬৪৯২৬)
১-ই,২য় তল, আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯৫/২, জিটি রোড, সালকিয়া, হাওড়া উলুবেড়িয়া-১, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৬
স্থান : কলকাতা ইমেল : eco.roc14@gmail.com
তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
শাখা কার্যালয়: কোলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে "আনডেলিভার্ড" হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়াল লিমিটেড। 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি		স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
		এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	
KOLHL18000705	1. অরুণাভ মুখার্জী 2. মালবিকা মুখার্জী 3. মনীষা মুখার্জী গাঙ্গুলী	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 24/04/2026 এনপিএ তারিখ : 05/02/2020	22/04/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ 51,15,37,562.10/- (টাকা একান্ন লাখ পনেরো হাজার পাঁচশো বাষট্টি এবং দশ পয়সা)	অনুসূচি - I জমির সমস্ত খণ্ড ও অংশের পরিমাণ প্রায় 02 কাঠা, 06 ছটাক এবং 40 বর্গফুট, যার সঙ্গে একত্রে যার ওপর দণ্ডায়মান প্রায় 250 বর্গফুটের কাঠামো সহ রায়পুর–সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ 700151–এর সীমার মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 24 অধীনে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 229কে, এ এম রায়চৌধুরী রোড হিসাবে বর্তমানে বিদিত ও নাম্বারযুক্ত 24 পরগণা (দক্ষিণ) জেলাতে, থানা – সোনারপুর অন্তর্গত জগদ্দল মৌজাতে খতিয়ান নং 430, জে.এল. নং 71 অধীনে দাগ নং 3347–এর অংশ গঠন করছে। চতুর্সীমানা: পূর্বদিকে – ব্লক নং 2 এবং 3347 দাগ নং জমি পশ্চিমদিকে – 8 ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ উত্তরদিকে – প্লট নং 5 জমি দক্ষিণদিকে – 8 ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ

তারিখ: 01.05.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইভিএম ঘিরে স্নায়ুযুদ্ধ!

কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারায় স্ট্রংরুমে নজর আরামবাগের রাজনৈতিক শিবিরগুলির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোটের উত্তাপ স্তিমিত হলেও রাজনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধ এখন চরমে আরামবাগ মহকুমাজুড়ে। গণতন্ত্রের মহাযজ্ঞে অংশ নেওয়ার পর এখন ইভিএম-বন্দি জনমতের দিকে তাকিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবির। সেই প্রেক্ষাপটে স্ট্রংরুম ঘিরে কার্যত নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছে নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারা, বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সিসিটিভির নিবিড় নজরদারি, সব মিলিয়ে এক অভেদ্য বলয় তৈরি করা হয়েছে, যাতে গণরায়ের উপর কোনওরকম আঁচ না পড়ে। আরামবাগ মহকুমার গোঘাট, পুরশুড়া, আরামবাগ ও খানাকুল এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভার ইভিএম সংরক্ষিত রয়েছে আরামবাগের নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের স্ট্রংরুমে। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে সেখানে দিনরাত পাহারায় রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী, এজেন্ট ও কর্মীরাও প্রহর গুনছেন স্ট্রংরুমের বাইরে বসেই। যেন এক অদৃশ্য রাজনৈতিক লড়াই অব্যাহত, যেখানে অস্ত্র নয়, আস্থা আর

সন্দেহই প্রধান হাতিয়ার। পুরশুড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ এই প্রসঙ্গে কড়া রাজনৈতিক সুরে বলেন, 'এই নির্বাচন শুধু ভোটের লড়াই নয়, গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। আমরা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নজরে রাখছি। অতীতে বহুবার ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তাই এবার আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নই। আমাদের এজেন্টরা ২৪ ঘণ্টা স্ট্রংরুমে নজরদারি চালাচ্ছেন। মানুষের দেওয়া প্রতিটি ভোট যেন অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সঠিকভাবে গণনা হয়, সেটাই আমাদের প্রধান দাবি। প্রয়োজনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটতে প্রস্তুত।' অন্যদিকে আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থী মিতা বাগ বলেন, 'বাংলার মানুষ এবার শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়েছেন, সেটাই গণতন্ত্রের জয়। নির্বাচন কমিশন স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। তারপরও আমরা সতর্ক রয়েছি। বিজেপি যেভাবে অযথা সন্দেহ তৈরি করার চেষ্টা করছে, তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের রায় আমাদের পক্ষেই আসবে এবং সেই রায়কে সম্মান জানিয়ে আগামী দিনে উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।' স্ট্রংরুম চত্বরে তাই এখন একদিকে সতর্ক প্রহরা, অন্যদিকে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। এই দুইয়েরই স্পষ্ট ছাপ। দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে উত্তেজনা, জোরদার হচ্ছে নজরদারি। এখন আরামবাগের রাজনৈতিক মহলের একটাই প্রতীক্ষা ৪ঠা মে। সেদিনই খোলা হবে স্ট্রংরুমের দরজা, আর ইভিএমবন্দি জনমতের মাধ্যমে স্পষ্ট হবে, কার হাতে যাবে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার। ততক্ষণ পর্যন্ত স্ট্রং রুম ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে আরামবাগের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

দুর্গাপুরে স্ট্রংরুমের বাইরে তৃণমূলের পাহারা কেন্দ্র

কর্মীদের গুড়-বাতাসা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ও নজরদারিকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত। দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের কাছে, যেখানে বিভিন্ন বিধানসভার ইভিএম সংরক্ষিত রয়েছে, তার প্রায় ২০০ মিটার দূরে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি অস্থায়ী পাহারা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। সেখানে প্রায় ১০০ জন কর্মী-সমর্থক দিনরাত অবস্থান করছেন বলে দলীয় সূত্রের দাবি। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কর্মীদের জন্য গুড় ও বাতাসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য, গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া

হয়েছে। তৃণমূলের ২ নম্বর ব্লকের যুব সভাপতি অজয় দেবনাথ বলেন, 'গরমের কারণে কর্মী-সমর্থকদের জন্য গুড়-বাতাসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' পাশাপাশি, ফল ঘোষণার পর কর্মীদের জন্য বিশেষ আয়োজনের ইঙ্গিতও দেন তিনি। ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে স্ট্রংরুমের বাইরে রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় উপস্থিতি ঘিরে জল্পনা বাড়ছে। ৪ এপ্রিল ফল ঘোষণার আগে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলি।

তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবি, পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান উত্তরের বিজেপির প্রার্থী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন। একটা নয়, বেশ কয়েকটি অভিযোগ তোলা হয়। তার মধ্যে রয়েছেন বর্ধমান উত্তরের অভিযুক্ত মানস ভট্টাচার্য, বর্ধমান এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং শেখ জামাল। তারা পুলিশের সামনে ঘুরছেন কিন্তু পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে না বলে অভিযোগ। তাদের নামে অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। গত ২০২১ এবং ২০২৪ এ মানুষকে ধমকানো, চমকানো, ছাপ্পা ভোট, মারধর করা, তা সত্ত্বেও অভিযুক্তরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভোটের সময় মানুষকে ধমকাচ্ছেন, চমকাচ্ছেন তারপরও কেন বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এতে পুরোপুরি পুলিশের হাত আছে, নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করা হবে, তা না হলে ভোট গণনার আগে এই দু'জনকে গ্রেপ্তার করতে হবে শেখ জামাল ও মানুষ ভট্টাচার্যকে।

বিজেপি প্রার্থী আরও বলেন, জেলা পুলিশের প্রতি ভরসা নেই, পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার কোনও রকম সহযোগিতা করছেন না। ওনার বিরুদ্ধেও নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করা হবে। শুধু তাই নয় বর্ধমান গোলাপবাগ ইউআইটি কলেজে মূল গেটের সামনে কোনও কেন্দ্র বাহিনী নেই। রাজ্য পুলিশ পরিচালনা করছে। সেখানে অবিলম্বে কেন্দ্র বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানান তিনি। পুলিশ তৃণমূলে লোকজনদের ঢোকাচ্ছে, বিজেপি লোকজনদের আটকে দিচ্ছে এই অভিযোগও নির্বাচন কমিশনের কাছে জানানো হবে। এই ধরনের বিস্ফোরক অভিযোগ করছেন বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী সঞ্জয় দাস। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্য পুলিশ আমাদের ঢুকতে দিয়েছে এবং কেন্দ্র বাহিনী মোটেও ভাল কাজ করছে না। বিজেপির হয়ে কাজ করছে, সাধারণ মানুষ ৪ মে জবাব দেবে বলে জানান তৃণমূলের নেতা অনির্বাণ ঘোষ।

ঝড়ে টোটোর ওপর তালগাছ পড়ে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: বুধবার রাতে কালবৈশাখীর দাপটে রানিগঞ্জ এলাকার বেশ কয়েকটি অংশে গাছ পড়ে বাড়ি ভেঙে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এরই মধ্যে রানিগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা হিসেবে পরিচিত তিরাট গ্রাম এলাকায় দুটি টালির বাড়িতে গাছ ভেঙে পড়ায় সেই বাড়ি দু'টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গে প্রবল ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে যায় একটি টিনের চালা। রাতের কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ঝড়-বৃষ্টির জেরে গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি পঞ্চায়েত দ্বারা নির্মিত শৌচালয়। সেখানেই রানিগঞ্জের বক্তারনগর এলাকায় তালগাছ ভেঙে একটি টোটোর ওপর আছড়ে পড়লে ক্ষতিগ্রস্ত হয় টোটো। তবে তার মধ্যে থাকা তিনজন যাত্রী অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। একইভাবে প্রবল ঝড়ের কারণে গাছ পড়ে গিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বক্তারনগর এলাকার যাতায়াতের পথ। বেশ কিছু শুকিয়ে যাওয়া পুরনো তালগাছ এই ঝড়ের বেগে আছড়ে পড়ে, কিছু এলাকাতেই গাছ বিদ্যুতিন তারের ওপর ভেঙে পড়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়। জামুড়িয়ার সার্থকপুর-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় গাছ পড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় যার জেরে রাতভর বিদ্যুৎবিহীন হয়ে থাকে সমগ্র এলাকা। সব মিলিয়ে কয়েক মুহূর্তের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয় রানিগঞ্জ জামুড়িয়ার বেশ কিছু অংশ। যদিও প্রতিক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ও বিপর্যয় মোকাবিলার বিশেষ টিম দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সকল এলাকায় স্বাভাবিক হয় বিদ্যুৎ।

সোনামুখীতে কালবৈশাখী তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে প্রধান রাস্তার উপরে ভেঙে পড়ল ইলেকট্রিক পোল ও বিশালাকার গাছ, যান চলাচলে ব্যাপক সমস্যায় সাধারণ মানুষদের, দ্রুত পরিস্থিতি স্বভাবিক করল প্রশাসন। সন্ধ্যা হতেই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি। কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিত্যানন্দপুর মিনি মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ে একটি ইলেকট্রিক পোল ও একটি বিশালাকার গাছ। একেবারে রাস্তার উপরেই ভেঙে পড়াতে ব্যাহত হয় যান চলাচল। ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয় পথ চলতি সাধারণ মানুষদের। ঝড়ের তাণ্ডবে এলাকার সাধারণ মানুষরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যদিও এখনও পর্যন্ত সাধারণ মানুষদের সেই অর্থে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এই খবর প্রশাসনের কাছে পৌঁছাতেই দ্রুত প্রশাসন গোটা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন।

বাজারে গেরুয়া আবিরের কদর বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইভিএম বন্দি জনমত। ইভিএম সিল হয়ে গেছে স্ট্রং রুমে। কিন্তু ময়দানের লড়াই শেষ হতেই আবিরের বাজারে শুরু হয়ে গেছে অন্য লড়াই। গণনার দিন বিজয় উৎসবের প্রস্তুতিতে জেলাজুড়ে এখন হু হু করে বিক্রি হচ্ছে লাল, সবুজ, গেরুয়া আবির। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দফার মাধ্যমে রাজ্যে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাঁকুড়া শহরের রাসতলা পাইকারি দোকানগুলিতে ভিড় জমতে শুরু করে। 'শেষ হাসি হাসবেন তাঁরাই' ধরে নিয়ে সব দলের কর্মীরা বস্তা বস্তা আবির তুলছেন। বাঁকুড়া শহরের পাইকারি ব্যবসায়ী রাজু কুণ্ডু বলেন, 'এবার আবিরের চাহিদা বেশ ভালো। আপাতত গেরুয়া ৭০০ ও সবুজ আবির ৪০০ বস্তা এনেছিলাম। তবে গেরুয়া আবিরের চাহিদাই সব থেকে বেশি।' আর এক ব্যবসায়ী বাপি দাস বলেন, 'লাল, সবুজ, গেরুয়া সব রঙের আবিরই রেখেছি। ব্যবসায়ী হিসেবে রাখতেই হবে। তবে ৪ মে বোঝা যাবে।' কিন্তু বাঁকুড়ায় বিজেপির জয়জয়কার হবে বলেই আশা প্রকাশ করেন তিনি।

কড়া নিরাপত্তা বলয়ে ইভিএম ঢোকানো হয় কালনা কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর স্ট্রংরুমে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিন জমা ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। নিরাপত্তার কড়া বলয়ে ভোটিং মেশিনগুলি একে একে কালনা কলেজের স্ট্রংরুমে ঢোকানো হয়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এমনই ছবি ধরা পরে। যাতে গণনার আগে পর্যন্ত সেগুলি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে। ভোটগ্রহণ শেষে বিভিন্ন বুথ থেকে প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং কর্মীরা নির্দিষ্ট সংগ্রহকেন্দ্রে পৌঁছন। সেখানে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ইভিএম ও ভিভিপ্যাড মেশিন জমা নেওয়া হয়। এরপর নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী সেগুলি

স্ট্রংরুমে স্থানান্তরিত করা হয়। কালনা ২৬৪, পূর্বস্থলী উত্তর ২৬৯, পূর্বস্থলী দক্ষিণ ২৬৮ ও মন্তেশ্বর ২৬৩ বিধানসভার চারটি কেন্দ্রের জন্য কালনা কলেজ রয়েছে স্ট্রংরুম। তৃণমূল কর্মী তপন পোরেন বলেন, 'আমাদের কর্মীরা ২৪ ঘণ্টায় পাহারা দিচ্ছে। যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা কিছু না হয়।'

দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস, আহত চালক ও খালাসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের ঊষা গ্রামে ভোট কর্মীদের নামিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস। বাসটি খালি থাকায় বাসে থাকা

চালক ও খালাসি আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে বাসটি গুসকরা থেকে ভোট কর্মীদের নামিয়ে ফিরছিল। পথে ঊষা গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠায়। পরে দুটি ক্রেনের সাহায্যে বাসটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাঠ থেকে ধান তোলার ফলে রাস্তায় থাকা কাদার জন্য একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে ভাতারে। এই দুর্ঘটনাও সেই কারণেই ঘটেছে বলে অনুমান স্থানীয়দের।

বারাসাত মেডিক্যাল কলেজের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে এল বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ। কলেজের স্বাস্থ্য কর্মী, জুনিয়র ডাক্তার-সহ সকলের উদ্যোগে এই রক্তদানে এক মানবিক ছবি উঠে এল। প্রায় প্রতিবছরই গরমে রক্তের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে ব্লাড ব্যাংকগুলি হিমশিম খায় সারা বছর। যেভাবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরগুলি আয়োজিত হয়ে থাকে, তা গ্রীষ্মকালীন

চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণে গরমে অনেক অপ্রতুল হয়ে পড়ে। এরসঙ্গে এবছর বিধানসভা নির্বাচনের কারণেও তা আরও মন্থর হয়ে পড়েছে। এ হেন পরিস্থিতিতে অন্যান্য অনেক হাসপাতালের মতই বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রক্তের সংকট রয়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের এক বিপুলসংখ্যক রোগীর এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছেন বারাসাত গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডাঃ সুহৃতা পাল ও এমএসভিপি প্রফেসর ডাঃ অভিজিৎ সাহা। ব্লাড ব্যাংকের এই অবস্থা উন্নতি করতে ও অসহায় রোগীর প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে তাঁদের দু'জনের আহ্বানে ও উদ্যোগে হাসপাতাল কর্মচারী ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে বৃহস্পতিবার এক স্বেচ্ছা রক্তদান অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সার্থকভাবে আয়োজিত এই শিবিরে ৪৫ জন রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে কর্মচারী ও কলেজের ছাত্রদের স্বতস্ফূর্ত যোগদানকে প্রিন্সিপাল ও এমএসভিপি প্রশংসা করে তাদের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর, স্কুলগুলোতে পালিত হচ্ছে 'জল পক্ষওয়াড়া'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পানীয় জলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জল সংরক্ষণের পাঠ দিতে বড়সড় উদ্যোগ নিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশন। জেলার সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধাপে ধাপে পালিত হচ্ছে 'জল পক্ষওয়াড়া-২০২৬'। সম্প্রতি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের পক্ষ থেকে এই মর্মে একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, কর্মসূচির শুরুতেই প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সভায় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা সম্মিলিতভাবে 'জল শপথ' গ্রহণ করছেন। জল অপচয় রোধে কেবল বিদ্যালয়ের ভেতরেই নয়, বরং সচেতনতা বাড়াতে ডিজিটাল মাধ্যমকেও হাতিয়ার করা হচ্ছে। প্রতিটি স্কুলকে সচেতনতামূলক ই-ব্যানার তৈরি করে নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি পড়ুয়াদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে এই বার্তাকে ছড়িয়ে দিতে প্রবন্ধ লিখন, ক্যুইজ, বিতর্ক সভা এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকাগুলোতে পদযাত্রার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকেও জল সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করছেন শিক্ষার্থীরা।

এই বিশেষ উদ্যোগ প্রসঙ্গে জেলা শিক্ষা আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) ড. আহসানুল করিম জানান, নির্বাচনের কারণে কর্মসূচি শুরু করতে কিছুটা দেরি হলেও স্কুলগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত সাড়ায় জেলা শিক্ষা মিশন উৎসাহিত। তিনি বলেন, 'জলের অপর নাম জীবন। এই অমূল্য সম্পদ রক্ষা করতে আমরা জেলাজুড়ে জল পক্ষওয়াড়া পালন করছি। বালুরঘাট হাই স্কুল, গোয়ালাবাড়ি হাই স্কুল, বংশীহারি গার্লস বা আশুতোষ গার্লসের মতো স্কুলগুলো অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ

করছে।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'রিডিউস এবং রিইউজ' এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করা হচ্ছে। তারা স্কুল থেকে যা শিখছে, তা যেন নিজেদের পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেয়, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। ক্যুইজ, সেমিনার এবং র‍্যালি মতো আউটরিচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা সাধারণ মানুষের কাছেও এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছি।'

ঝাড়গ্রামে কবি সাধু রামচাঁদ মুর্মুর ১৩০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সাঁওতালি সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম পথিকৃৎ মহাকবি সাধু রামচাঁদ মুর্মুর ১৩০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম শহরের ঘোড়াধরাতে আয়োজিত হল এক গম্ভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। জেলা জুড়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ঝাড়গ্রাম পৌরসভার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই মহাকবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় একটি স্মরণসভা, যেখানে বক্তারা তাঁর সাহিত্যকীর্তি এবং সাঁওতালি ভাষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালীপদ সরেন, ঝাড়গ্রাম পুরসভার

চেয়ারপার্সন শিউলি সিংহ, গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতো, ঝাড়গ্রাম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মঙ্গল সরেন-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। এই প্রসঙ্গে গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতো বলেন, 'সাধু রামচাঁদ মুর্মু আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির এক প্রেরণার উৎস। তাঁর সাহিত্য শুধু ভাষাকে সমৃদ্ধ করেনি, আমাদের চিন্তাধারাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর আদর্শ ও সৃষ্টিকে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।' বক্তারা আরও জানান, মহাকবির আদর্শকে ধারণ করে সাঁওতালি ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোই হবে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি আরও সচেতন করে তুলবে বলেও মত প্রকাশ করা হয়।

ইভিএম এখন অতীত

গণনার আগেই বাঁকুড়ার বাজারে রেকর্ড ভাঙছে গেরুয়া আবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গণতন্ত্রের মহোৎসবের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ। ভাগ্য নির্ধারণের পর ইভিএম মেশিনগুলি এখন স্ট্রংরুমের কঠোর পাহারায় বন্দি। কিন্তু ময়দানের রাজনৈতিক লড়াই শেষ হতেই বাঁকুড়ায় শুরু হয়ে গেছে এক অন্য রঙের যুদ্ধ। ব্যালট বাক্সের ফলাফলের তোয়াক্কা না করেই অকাল হোলির প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছে রাজনৈতিক দলগুলি। আর সেই আবিরের বাজারেই এবার রীতিমতো ঝড় তুলেছে 'গেরুয়া' রং।

বাঁকুড়া জেলাজুড়ে এখন শুধুই হিসেব-নিকেশের পালা। কিন্তু জয় নিশ্চিত ধরে নিয়ে সবুজ, লাল কিংবা গেরুয়া, সব শিবিরের কর্মীরাই মেতে উঠেছেন উৎসবের আগাম প্রস্তুতিতে। বাঁকুড়া শহরের রাসতলা এলাকার পাইকারি বাজারগুলিতে এখন পা ফেলার জায়গা নেই। সব দলের নেতারাই বস্তা বস্তা আবির তুলে রাখছেন নিজেদের কার্যালয়ে।

শহরের বিশিষ্ট পাইকারি ব্যবসায়ী রাজু কুণ্ডু জানান, এবার আবিরের বাজার দারুণ চাঙ্গা। তিনি অগ্রিম ৭০০ বস্তা গেরুয়া এবং ৪০০ বস্তা সবুজ আবির আনিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গেরুয়া আবিরের বিক্রি বাকি সব রংকে বহু দূরে ফেলে দিয়েছে। অন্য এক

ব্যবসায়ী বাপি দাস স্পষ্ট জানালেন, ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁরা সব রঙের আবিরই মজুত রেখেছেন। লাল, সবুজ বা গেরুয়া কোনও রংকেই তাঁরা বাদ দেননি। আবিরের বাজারের এই ছবি নিয়ে বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন শিবিরের কর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে টানটান উত্তেজনা।

রাসতলা বাজারে গেরুয়া আবির কিনতে আসা এক বিজেপি কর্মী অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'ভোটের প্রচার এবং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখেই আমরা বুঝেছি হাওয়া কোন দিকে। গণনা শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমরা বিজয় উৎসবের জন্য কোনও খামতি রাখতে চাই না, তাই আগেভাগেই গেরুয়া আবির নিয়ে যাচ্ছি।' সবুজ আবির কিনতে আসা এক তৃণমূল কর্মী স্মিত হেসে বলেন, 'আবিরের বাজার দেখে ভোটের ফল বিচার করা বোকামি। গতবারও অনেকে ভোটের আগে অনেক লাফালাফি করেছিল। কিন্তু মানুষ আমাদের সঙ্গেই আছেন। ৪ মে সবুজ আবিরেই বাঁকুড়ার আকাশ ঢেকে যাবে।' বাজারের এই উন্মাদনা নিয়ে শহরের এক প্রবীণ বাসিন্দা মুচকি হেসে বলেন, 'ভোট তো শেষ, এবার আবিরের খেলা শুরু। যে দলই জিতুক, মানুষের ভালো করলেই হল। তবে হ্যাঁ, ৪ মে পর বাঁকুড়ার বাতাসে যে কোনও একটা রঙের ঝড় উঠবে, সেটা বাজারের ভিড় দেখেই বোঝা যাচ্ছে।' ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হতে এখনও কিছুটা সময় বাকি। ৪ মে ইভিএম খোলার পরই আসল সত্যিটা সামনে আসবে। কিন্তু তার আগেই বাঁকুড়ার আবির বাজারের এই একতরফা বিক্রি এবং কর্মীদের উন্মাদনা রাজনৈতিক মহলে এক নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিজয়ের আবিরে কার মুখ রঙিন হয় এবং কোন রঙের জোয়ারে ভাসে বাঁকুড়া, এখন সেটাই দেখার।

বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে: খাড়গে

কালবুর্গি, ৩০ এপ্রিল: বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

বৃহস্পতিবার কর্নাটকের কালবুর্গিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাড়গে বলেন, 'এখন কিছু জায়গায় কিছু ফলাফল স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কিছু ফলাফল কিছুটা বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। কিন্তু, আমার যতটুকু মনে হচ্ছে, আমার আশা আছে, তামিলনাড়ুতে ডিএমকে একটি সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে; আমি সেখানেও এ বিষয়ে কথা বলেছি। একইভাবে, কেরলে আমাদের লোকজন আমাকে ইতিমধ্যেই বলেছেন, ইউডিএফ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসবে।'

খাড়গে আরও বলেন, 'অসমে এক্সিট পোল বলছে, আমাদের প্রত্যাশিত আসনগুলো আসছে না। কিন্তু আমার আত্মবিশ্বাস আছে যে, বুথফেরত সমীক্ষা যে সংখ্যা দেখাচ্ছে, আমরা তার চেয়ে বেশি পেতে পারি। পুদুচেরিতেও আমরা বিজেপি এবং এনআর পার্টির বিরুদ্ধে সমানে সমান লড়াই করেছি। সেখানেও আমাদের প্রত্যাশা আছে, কিন্তু কমবেশি সেখানে একটি কঠিন লড়াই চলছে; আসুন আরও দু'দিন অপেক্ষা করে দেখি। পশ্চিমবঙ্গের এক্সিট পোল অনুযায়ী, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। আমাদের কাছে একটি তথ্য হল, তৃণমূল এগিয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত, বিজেপি এবং তাদের জোটের অন্য অংশীদাররা, এনডিএ, কিছুটা দমন-পীড়ন চালাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে এবং জনগণের বিরুদ্ধে সিআরপিএফ মোতায়েন করে তারা মমতার তৃণমূলকে কঠিন চ্যালেঞ্জ জানানোর চেষ্টা করছে।' পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হলে কংগ্রেস কি তৃণমূলকে সমর্থন করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'দেখা যাক; এখনই একথা বলা ঠিক হবে না, স্পষ্ট চিত্র পাওয়ার জন্য দু'দিন অপেক্ষা করা যাক।'

বঙ্গে ডবল ইঞ্জিনের সরকার, আশা ধামির

দেরাদুন, ৩০ এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষার ফল প্রকাশ্যে আসতেই অধিকাংশ সমীক্ষা বিজেপিকে এগিয়ে রেখেছে। কোনও কোনও সমীক্ষায় আবার তৃণমূল এগিয়ে রয়েছে। তবে সর্বত্রই বিজেপি এবং তৃণমূলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এক্সিট পোল প্রসঙ্গে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং বৃহস্পতিবার ধামি বলেন, 'এক্সিট পোল ঠিক আছে, কিন্তু আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম, তখন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখেছি, পরিবর্তনের ঢেউ দেখেছি, জনগণের তীব্র অসন্তোষ দেখেছি। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সেখানে ডবল-ইঞ্জিন বিজেপি সরকার গঠিত হবে।'

মধ্যপ্রদেশে পিকআপ ট্রাক উলটে মৃত ১৫, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

ধার, ৩০ এপ্রিল: মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় পিকআপ ট্রাক উলটে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। এছাড়াও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮-১০ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। বুধবার রাতে বাগ্নাদ এলাকা থেকে ধার জেলায় ফিরছিলেন প্রায় ৪৬ জন শ্রমিক। দ্রুত গতিতে ছুটছিল পিকআপ ট্রাকটি। চিকলিয়া ক্রসিংয়ের একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। আর তাতেই পিকআপ ট্রাকটি তিনবার পাল্টি খায়।

ইন্দোর বিভাগীয় কমিশনার সুদাম খাড়ে বলেন, 'একটি পিকআপ গাড়িতে প্রায় ৪৬ জন ছিলেন। গাড়িটি উলটে যায়। আহতদের মধ্যে দুই থেকে তিনজনের অবস্থা গুরুতর। আমরা ১৫ জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, যাঁরা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, তাঁরা যেন যথাযথ চিকিৎসা পান। তিনি মৃতদের প্রত্যেকের জন্য ৪ লক্ষ টাকা করে এককালীন অনুদান এবং আহতদের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন।'

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'শ্রমিকরা একটি পিকআপ ট্রাকে করে কোথাও গিয়েছিলেন। ফেরার পথে পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনবার উলটে যায়। গুরুতর আহতদের ইন্দোরে পাঠানো হয়েছে। আমি মনে করি, মূলত চালকেরই দোষ। গাড়িটি এতটাই দ্রুত গতিতে চলছিল যে তিনি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় দুর্ঘটনায় প্রাণহানির খবর শুনে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি তিনি আন্তরিক সমবেদনা জানান। আহতদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন। পিএমও-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃতদের নিকটাত্মীয়দের প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন অনুদান দেওয়া হবে। আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে।

Offline Short Sealed BID-03 of 2026-27 of EE, P.W.D., BD-II for
1) Construction of 2 nos temporary Helipad at Golapbagh playground, Lalbagh and Domkal Stadium, Domkal in the district of Murshidabad in connection with WBLA-26.
Date of Publication of BID: - **30.04.2026.** Last date and time of application for quotation documents: - **01.05.2026 Upto 1:00 p.m.** Last Date and time of issuance of Quotation documents: - **01.05.2026 upto 2.00 pm.** Last date and time of receipt of quotations in sealed envelope: - **01.05.2026 Upto 3.00 p.m.** Opening of the Quotations: - **01.05.2026 upto 5.00 PM.**
The details can be obtained from the website **http://www.wbpwd.gov.in** and office notice board.
Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

NOTICE
E.E Berhampore Division –I, PWD invites Short Notice Inviting Bid No – 03 of 2026-27 for the work of-
1. Preparation of temporary helipad at Mohan Bagan Ground at Kandi, approach road from helipad to main road and Barricading surrounding to the helipad in the District of Murshidabad.
Off-Line Short Notice Inviting Bid No – 03 of 2026-27.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **01/05/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents on **01/05/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on **01/05/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **01/05/2026 at 03.00 PM.**
Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D.

চলন্ত গাড়িতে আগুন, ঝলসে মৃত ৫ পুণ্যার্থী

আলোয়ার, ৩০ এপ্রিল: দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে চলন্ত গাড়িতে আগুন লেগে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ পুণ্যার্থীর। বুধবার রাতে রাজস্থানের আলোয়ার জেলায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুণ্যার্থীরা বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, আলোয়ার জেলার মৌজপুরে চলন্ত গাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের কয়েকটি গাড়ি দ্রুত সেখানে পৌঁছেছিল। মিনিট পনেরোর চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও গাড়ির পাঁচ আরোহীকে বাঁচানো যায়নি। গাড়িতেই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে তাঁরা মারা যায়। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন তিন মহিলা, এক শিশু ও একজন পুরুষ। তাঁরা মধ্যপ্রদেশের শেওপুরের বাসিন্দা। নিহতদের পরিচয় জানা গেছে, তাঁরা হলেন মধ্যপ্রদেশের শেওপুরের বাসিন্দা সন্তোষ, তাঁর স্ত্রী শশী, মা পার্বতী এবং দুই মেয়ে রাঘানি ও সাক্ষী।

ঘটনার কারণ সম্পর্কে জানাতে গিয়ে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ কৈলাস জিন্দাল বলেন, শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, যেহেতু এটি একটি কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি) চালিত গাড়ি ছিল, তাই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং আরোহীরা বেরোনোর কোনও সুযোগ পাননি।

বন্দে ভারত পরিষেবার সূচনা

জম্মু, ৩০ এপ্রিল: রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বৃহস্পতিবার জম্মু-তাওয়াই রেল স্টেশন থেকে শ্রীনগর-কাটরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সম্প্রসারিত পরিষেবার সূচনা করেছেন। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আধুল্লাহ শ্রীনগর-কাটরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সম্প্রসারিত পরিষেবার সূচনা করেন। এই ট্রেনটি আগে শ্রীনগর থেকে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা পর্যন্ত চলত, সেটি এখন থেকে একেবারে জম্মু-তাওয়াই পর্যন্ত চলবে। এর ফলে দেশের সবচেয়ে আধুনিক ট্রেনটি সরাসরি জম্মু ও কাশ্মীরের বৃহত্তম শহর এবং রেলকেন্দ্রে এসে পৌঁছবে। শুরুর পর, রেলমন্ত্রী উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল সংযোগের (ইউএসবিআরএল) দু'টি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকৌশলগত স্থাপনা, আঞ্জি সেতু এবং চেনাব সেতু পরিদর্শন করেন। রেলমন্ত্রী এদিন বলেন, 'বুধবার জম্মু থেকে বন্দে ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছে, যার উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী কাটরা থেকে করেছিলেন। কাটরা থেকে শ্রীনগরগামী পরিষেবাটি এদিন জম্মু থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। আগে এতে ৮টি কোচ ছিল, যা এখন বাড়িয়ে ২০টি কোচ করা হয়েছে।'

'অপারেশন সিঁদুর' বার্তা দিয়েছে, সন্ত্রাস বরদাস্ত নয়: রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাধ্যমে ভারত বিশ্বকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে কোনও পরিস্থিতিতেই সন্ত্রাসবাদ বরদাস্ত করা হবে না। বৃহস্পতিবার রাজধানীতে এক জাতীয় নিরাপত্তা সম্মেলনে এমনটাই মন্তব্য করেন রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক এবং 'অপারেশন সিঁদুর' এই সব পদক্ষেপই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের দৃঢ় অবস্থানের প্রমাণ। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, ভারত নিজের শর্তে যুদ্ধ থামিয়েছে এবং কোনও চাপের কাছে নতি স্বীকার করেনি। রাজনাথ সিংয়ের মতে, সন্ত্রাসবাদ এক ধরনের বিকৃত চিন্তাধারা থেকে জন্ম নেয়, যাকে অনেক সময় ধর্মীয় রং বা নকশালবাদের মতো সহিংস মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত করে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ কেবল জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় নয়, এটি মানবিক মূল্যবোধের ওপর আঘাত। তিনি আরও দাবি করেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শুধু সামরিক নয়, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক স্তরেও মোকাবিলা জরুরি। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের নাম না নিয়ে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, কিছু দেশ সন্ত্রাসবাদকে মদত দিচ্ছে, যা বিশ্বশান্তির পক্ষে বড় হুমকি। 'অপারেশন সিঁদুর'-কে তিন বাহিনীর সমন্বিত শক্তির নিদর্শন বলে উল্লেখ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী এখন একক নয়, বরং সমন্বিত ও আধুনিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর কথায়, ভারত এখন এমন অবস্থানে পৌঁছেছে যেখানে সন্ত্রাসবাদ ও তার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় না।

কংগ্রেস ও সপার সমালোচনা যোগীর

লখনউ, ৩০ এপ্রিল: উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে এই বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বলেন, 'আপনারা (কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলো) যে কোনও প্রগতিশীল পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন। ১৬ ও ১৭ এপ্রিল লোকসভায় আপনাদের আচরণ দেখা গিয়েছে। এই সভা আপনাদের নারী-বিরোধী আচরণের সাক্ষী।' যোগী আদিত্যনাথ বলেন, '২০১৭ সালে যখন উত্তরপ্রদেশে ডবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, আমরা দেড় বছরের মধ্যে রাজ্যে ২ কোটিরও বেশি শৌচাগার তৈরি করেছিলাম। আপনারা তখন হেসে বলেছিলেন, শৌচাগার দিয়ে কী হবে? আপনারা (সপা) নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলেন, কিন্তু জনসংখ্যার অর্ধেকের উন্নতি ও মর্যাদার প্রতি আপনাদের কোনও সংবেদনশীলতা আছে বলে মনে হয় না। আপনারা এখানে নিজেদের রং পালটে ফেলেছেন। আপনারা বলছেন ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ থাকা উচিত, তাহলে সদনে এর বিরোধিতা করেছিলেন কেন? ভারতের ৪ কোটি গরিব মানুষ গরিব আবাস থেকে উপকৃত হয়েছেন।'

কোনও ভাবেই নতিস্বীকার নয়, স্পষ্ট বার্তা তেহরানের

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ৩০ এপ্রিল: যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের সঙ্গে চলমান সংঘাতে ইরান কোনওভাবেই নতি স্বীকার করতে রাজি নয় বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে তেহরান। হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র অত্যাধুনিক হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র 'ডার্ক ঈগল' মোতায়েনের কথা বিবেচনা করছে বলে আন্তর্জাতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের ওপর আরোপিত নৌবাহিনীর অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না। তাঁর দাবি, চাপের মুখে ইরানকে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতেই হবে। যদিও তেহরান এই অবস্থানকে সরাসরি খারিজ করেছে।

ইরানের সামরিক নেতৃত্বের দাবি, তারা যে কোনও মার্কিন হামলার মোকাবিলায় প্রস্তুত এবং প্রয়োজনে সরাসরি সংঘর্ষেও পিছপা হবে না। ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) প্রাক্তন কমান্ডার মোহসিন রেজাই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, আমেরিকার কোনও নতুন হামলা 'ধ্বংসাত্মক' পরিণতি ডেকে আনবে। অন্য দিকে, আইআরজিসি নৌবাহিনীর আধিকারিকরাও জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের রয়েছে এবং প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা হবে।

এই সংঘাতের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে। অপরিশোধিত তেলের দাম দ্রুত বাড়ছে, যার ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে চাপ তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন সেনাবাহিনী 'ডার্ক ঈগল' মোতায়েনের মাধ্যমে ইরানের অভ্যন্তরে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে আঘাত হানার সক্ষমতা অর্জন করতে চাইছে বলে সূত্রের খবর। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই অস্ত্র মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে সেটিই হবে প্রথমবার কোনও যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হাইপারসনিক অস্ত্র ব্যবহারের নজির। এদিকে, চলমান সংঘাতের মধ্যেই ইরান 'ফার্সি গালফ দিবস' পালন করেছে। দেশের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী ইরানের প্রতিরোধের প্রতীক এবং এই অঞ্চলে অস্থিরতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলই দায়ী। বর্তমানে যুদ্ধবিরতির পরিস্থিতি বজায় থাকলেও দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে এবং পরিস্থিতি যে কোনও সময় আরও জটিল আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে

ময়দান

ছন্দপতন আরসিবির! ব্যাটিং ব্যর্থতা বাদ সাধল হ্যাটট্রিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আহমেদাবাদে নামার আগে দারুণ ছন্দে ছিল বেঙ্গালুরু। দেবদত্ত পাড়িক্কল, রজত পাতিদার ও টিম ডেভিডদের আগ্রাসী ব্যাটিং, সঙ্গে ভুবনেশ্বর কুমার ও জশ হ্যাজেলউডের কার্যকরী বোলিং;সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছিল দলটি। বিশেষ করে আগের ম্যাচে দিল্লিকে মাত্র ৭৫ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর জয়ের ধারা বজায় রাখার প্রত্যাশাই ছিল বেশি। টানা তৃতীয় জয়ের লক্ষ্যে নামলেও, গুজরাটের মাঠে গিয়ে সেই ছন্দ আর ধরে রাখতে পারল না তারা। এই ম্যাচে বেঙ্গালুরুর ব্যাটিং লাইনআপই হয়ে উঠল তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। মরশুমে দ্বিতীয়বারের মতো ব্যাটাররা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। অধিনায়ক বিরাট কোহলি-সহ প্রথম সারির কেউই উল্লেখযোগ্য রান করতে পারলেন না। একমাত্র দেবদত্ত পাড়িক্কল কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ২৪ বলে ৪০ রানের তাঁর ইনিংস না থাকলে স্কোর আরও কমে যেত। কিন্তু বাকিদের ব্যর্থতায় শেষ পর্যন্ত ১৯.১ ওভারে ১৫৫ রানে অলআউট হয়ে যায় দল। দীর্ঘ ১২ ম্যাচ পর আইপিএলে অলআউট হওয়ার লজ্জাও সঙ্গী হয় বেঙ্গালুরুর। গুজরাটের বোলাররা এই সাফল্যের নেপথ্যে বড় ভূমিকা নেন। আরশাদ খান তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। পাশাপাশি জেসন হোল্ডার ও রশিদ খান দু'টি করে উইকেট ভাগ করে নেন। শুরু থেকেই চাপে ফেলে দেন বেঙ্গালুরুর ব্যাটারদের। ১৫৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে গুজরাট শুরুটা করে দুর্দান্তভাবে। অধিনায়ক শুভমান গিল শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলতে থাকেন। দ্রুত রান তুলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন তিনি। যদিও ভুবনেশ্বর কুমারের ইনকাটারে সাই সুদর্শন দ্রুত ফিরে যান, তবু গিলের ঝড়ো ব্যাটিং থামেনি। অন্যদিকে, জস বাটলার প্রথমেই একটি সহজ ক্যাচ জীবন পান, যা পরে বড় হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মাত্র ১৯ বলে ৩৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। গিল ১৮ বলে ৪৩ রান করে আউট হন। এরপর ওয়াশিংটন সুন্দর ও শাহরুখ খান বেশি কিছু করতে না পারায় একসময় চাপে পড়ে যায় গুজরাট। ১১১ রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ তখন দুই দিকেই যেতে পারত। কিন্তু সেখানেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন রাহুল তেওয়াটিয়া ও জেসন হোল্ডার। দু'জন মিলে গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়ে তোলেন। হোল্ডার বেশি দূর এগোতে না পারলেও, তেওয়াটিয়া শেষ পর্যন্ত ১৭ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের পথে পৌঁছে দেন। বেঙ্গালুরুর হয়ে ভুবনেশ্বর কুমার আবারও ভালো বোলিং করেন। ২৮ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে তিনি লড়াই জারি রাখেন। কিন্তু অন্য প্রান্তে জশ হ্যাজেলউডের ব্যর্থতা দলের ক্ষতি করে। চার ওভারে ৫৬ রান দিয়ে তিনি ম্যাচের রাশ গুজরাটের হাতে তুলে দেন। শেষ পর্যন্ত চার উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় গুজরাট। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বোলিং ভেঙে পড়াই হারের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা হল রিয়ানের

চণ্ডীগড়, ৩০ এপ্রিল: মঙ্গলবার নিউ চণ্ডীগড়ে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক রিয়ান পরাগকে তাঁর ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে এবং একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যোগ হয়েছে। আইপিএল ২০২৬ মরসুমে পিবিকেএসকের বিরুদ্ধে ম্যাচের সময় রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ককে ড্রেসিং রুমের ভিতরে ই-সিগারেটে টান দিতে দেখা যায়। আইপিএলের একটি মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, 'রিয়ান আইপিএলের আচরণবিধির ২.২১ ধারা লঙ্ঘন করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা 'খেলার সুনাম ক্ষুণ্ণ করে এমন আচরণ' সম্পর্কিত।' রিয়ান অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ম্যাচ রেফারি অমিত শর্মার দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়েছেন। পরামর্শটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আইপিএল-এর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিসিসিআই দোষী দল, তার কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অন্যান্য বিকল্পও খতিয়ে দেখছে।' তবে যেহেতু এটি দেশের আইনের সঙ্গেও সরাসরি সম্পর্কিত, তাই শুধু ক্রিকেট সংস্থার নিয়মে সীমাবদ্ধ না থেকে আইনি পদক্ষেপের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।২০১৯ সাল থেকে ভারতে ই-সিগারেটের ব্যবহার, উৎপাদন এবং বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন অনুযায়ী, কেউ যদি ই-সিগারেট ব্যবহার করতে ধরা পড়েন, তাহলে তাঁকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। প্রথমবার অপরাধ করলেও সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। এই কারণেই বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ক্রিকেট বোর্ড চাইলে নিজের নিয়ম অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারে, কিন্তু দেশের আইন অমান্য হলে তাদেরও নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকতে হয়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/II, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। টেন্ডারটি নির্ধারিত তারিখে **বেলা ১২টায়** বন্ধ হবে। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৪৬৩৮-জিআরসি-সিই-সি-II-২০-২০২৬, তারিখঃ ২৭.০৪.২০২৬।** **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ডেপুটি সিই/কন/টাটানগর-এর অধিক্ষেত্রে ডাঙ্গোয়াপোসী-জরোলী স্টেশনের মাঝে প্রস্তাবিত ৩য় ও ৪র্থ লাইন সম্পর্কিত ডাঙ্গোয়াপোসী, দেওঝর ও বাঁশপানী বরাবর ভাঙা হবে এমন কাঠামোর পরিবর্তে অফিসারদের বিশ্রামকক্ষ, ক্যাম্প অফিস ও অন্যান্য বাসভবন নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২১.২৯ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৪২,৫৯,০০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **বন্ধের তারিখঃ** ২৯.০৫.২০২৬। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-99)**

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ [**সিনিয়ার ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া-র অধীনে**]। **ক্র.নং.-১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২১_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ২৮.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ** ঃ টিকিয়াপাড়া কোচিং ইয়ার্ডে নিউ স্টোর ডিপো নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৪৬,৯১,৪৮৪.৭১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৯৩,৮০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস। **ক্র.নং.-২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২২_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ২৮.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/এইচকিউ/ হাওড়ার অধীনে টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্স, হাওড়ায় কোচ ওয়াটারিং-এর জন্য নিকাশী পাইপলাইন পরিবর্তন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯২,৫০,৪২৭.৭৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৮৫,০০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **ক্র.নং.-৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৩_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ২৮.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে ২ (দুই) বছরের জন্য ইটিপি-তে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ হাওড়া স্টেশনের এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, সেন্ট্রাল পাম্পিং স্টেশন, লিফ্‌টিং স্টেশন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৭৪,৫৮,২৭৬.৮৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৪৯,২০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৫.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-41/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন

এক্সিট পোলের সমীক্ষায় ঝড় পরিবর্তনের দিকেই

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৬-এ বিজেপির পক্ষে ভোট হওয়ার যে সব কারণ আপাতত সামনে আসছে তার মধ্যে সবার আগে থাকছে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া। এই প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়ার জেরে বিরোধী ভোট ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও যেমন থাকে তেমনই ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে থাকা মানুষের ভোট এককাট্টা হয়ে চলে যায় বিরোধীদের দিকে। আর এই ভোট বিজেপির ভোট ব্যাঙ্কে যাতে আসে তার নিশ্চিত করতে বিজেপিকে দেখা গেছে নিরন্তর প্রচার চালাতে। কারণ এই প্রতষ্ঠান বিরোধী ভোট ভাগাভাগি হতে থাকলে তার সুবিধা অনেক সময় পেয়ে যায় ক্ষমতাসীন দলই। আর এই প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া ওঠার পিছনে যে সব কারণ লুকিয়ে রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশের মতো বিষয়ের মতো অত্যন্ত গুরুত্বরূর্ণ এক ইস্যু।

বঙ্গে ২ দফার ভোটপর্ব শেষ। এবার অপেক্ষা ফলাফলের। এখন সারা বাংলা জুড়ে এখন একটাই প্রশ্ন, পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন। পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য কে বাংলার মসনদে বসতে চলেছে। এই প্রশ্নের উত্তর আর প্রার্থীদের ভাগ্য এখন ইভিএম বন্দি। আর এবারের ফল সম্পর্কে আঁচও করতে পারছেন না অধিকাংশ বঙ্গবাসী। আর তা বলতে না পারার বড় আরও একটা কারণ হল, এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২৯৪ আসনের বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার হলো ১৪৮। এদিকে এবার ভোট পড়েছে রেকর্ড সংখ্যক। তার উপরে ভোটের ঠিক আগেই এসআইআর হয়ে মৃত-ডুপ্লিকেট এবং অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটারদের নামের পাশাপাশি বহু সংখ্যক বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগও রয়েছে। তবে কিছু আভাস তুলে ধরা হচ্ছে বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলিতে। তবে, ভোটের ফলপ্রকাশের আগে সাম্ভাব্য ফল কী হতে পারে বঙ্গে তা নিয়ে বুথ ফেরত সমীক্ষা করেছে দেশের বিভিন্ন মিডিয়া। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা শ্রেয়, এই এক্সিট পোল শুরু হয়েছিল প্রায় বছর ২০ আগে থেকে। এই এক্সিট পোল নানা সংস্থার সামনে থেকে ভোটের ফল সম্পর্কে তথ্য সামনে আনা হয় ঠিকই তবে এই ফল সব সময় যে তা মোটেই নয়। আর মিললেও কিছু মিলেছে। আর না মেলার ভাগের শতাংশটাই বড় বেশি। সঙ্গে এটাও মানা সময় এসেছে যে এইসব সমীক্ষার সঠিক তথ্য দর্শকদের সামনে তুলে ধরার ক্ষমতা ক্রমশই কমছে। এর কারণ, শুধুমাত্র সমীক্ষার স্যাম্পেল সাইজ ছোট হওয়া নয়, আরও বড় কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে চ্যাটবট বা বিভিন্ন এআই সফটওয়্যারের ব্যবহার। শুধু তাই নয়, ফিল্ড সার্ভে যত কমবে, মোবাইল বা এআই সফটওয়্যারের ব্যবহার যত বাড়বে, বাস্তবের সঙ্গে সমীক্ষার ফারাক তত বাড়বে। তবুও, প্রতিষ্ঠিত সমীক্ষক সংস্থাগুলো বাংলার ভোট নিয়ে যে-সব সমীক্ষা করেছে তাতে তারা সাম্ভাব্য ফল তুলে ধরার চেষ্টা করেছে তাদের সাধ্যমতো।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় সব সংস্থা এই বিধানসভা নির্বাচনে এগিয়ে রেখেছে বিজেপিকে। প্রসঙ্গত, এই তালিকায় রয়েছে ম্যাট্রিজ, পি-মার্ক, চানক্য স্ট্র্যাটেজিস এবং পোল ডায়েরির মতো একাধিক বুথফেরত সমীক্ষা। এই সমীক্ষাগুলো অনুযায়ী, বিজেপি ১৪৬-১৭৫টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের আসন ১৩০-১৪০-এর ঘরে নেমে আসতে পারে।

আর ২০২৬-এ বিজেপির পক্ষে ভোট হওয়ার যে সব কারণ আপাতত সামনে আসছে তার মধ্যে সবার আগে থাকছে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া। এই প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়ার জেরে বিরোধী ভোট ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও যেমন থাকে তেমনই ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে থাকা মানুষের ভোট এককাট্টা হয়ে চলে যায় বিরোধীদের দিকে। আর এই ভোট বিজেপির ভোট ব্যাঙ্কে যাতে আসে তার নিশ্চিত করতে বিজেপিকে দেখা গেছে নিরন্তর প্রচার চালাতে। কারণ এই প্রতষ্ঠান বিরোধী ভোট ভাগাভাগি হতে থাকলে তার সুবিধা অনেক সময় পেয়ে যায় ক্ষমতাসীন দলই।

আর এই প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া ওঠার পিছনে যে সব কারণ লুকিয়ে রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশের মতো বিষয়ের মতো অত্যন্ত গুরুত্বরূর্ণ এক ইস্যু। সেই কারণে ২০২৬-এর নির্বাচনী প্রচারের সময় বারবার দেখা গেছে, রাজ্য সরকারে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে বিজেপি মূলত সীমান্ত নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ এবং কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার বিষয়গুলো তুলে ধরছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে বঙ্গ বিজেপির নেতারাও। পাশাপাশি উঠে এসেছে, দুর্নীতি ও আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নও। কারণ, গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে উঠেছে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ। আর এই দুর্নীতির অভিযোগ শুধু একটা ক্ষেত্রেই যে আবদ্ধ থেকেছে তা নয়। দুর্নীতি হতে দেখা গেছে নানা স্তরে। পাশাপাশি যোগ্য যুবকদের দেখা যায়নি চাকরি পেতে। বরং আদালতের নির্দেশে যোগ্যদের চাকরি গেছে এমন ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে। এমনএমনকী রেশনের মতো ক্ষেত্রেও ধরা পড়েছে দুর্নীতি। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিজেপি বিকল্প শাসনের নিশ্চয়তা দেওয়ার চেষ্টা করছে, যা ভোটারদের একটি অংশকে বিজেপির দিকে টানতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ২০২৬-এর নির্বাচনে এক বড় ফ্যাক্টর আরজি করের অভয়ার ঘটনা। আর এবারের নির্বাচনে সেই অভয়ার মা স্বয়ং বিজেপি প্রার্থী। আর আরজি করের মতো ঘটনা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় কলকাতাবাসী তথা বঙ্গবাসীর। ফলে সামগ্রিক ভাবে তার একটা বড় প্রভাব যে পড়বে এবারের নির্বাচনে তা হলফ করে বলে দেওয়াই যায়।

এর পাশাপাশি যোগ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাবল ইঞ্জিন সরকার ও উন্নয়ন ইস্যু। বিজেপি মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ওপর জোর দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাগুলি রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং রাজ্যেও ডাবল ইঞ্জিন সরকার বা একই দলের সরকার থাকলে দ্রুত উন্নয়ন করা সম্ভব বলেও দাবি করা হচ্ছে বিজেপির তরফ থেকে। আর এই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিই বিজেপির একটি প্রধান হাতিয়ার।

শুধু তাই নয়, বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই বিজেপি নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার পাশাপাশি, রাজ্য জুড়ে প্রচার জোরদার করেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়মিত বঙ্গে যাতায়াতের পাশাপাশি বড় বড় জনসভা ভোটারদের প্রভাবিত করেছে নিঃসন্দেহেই।

তবে এটা মানতেই হবে বঙ্গে শাসকদলের তরফে সবথেকে বড় শক্তি মুসলিম ভোট।

ফলে ২০২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূলের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ ছিল তাদের এই সংখ্যালঘু ভোট যাতে এককাট্টা থাকে, তা সুনিশ্চিত করা। না হলে আসনওয়াড়ি অনেক হিসাব গোলমাল হয়ে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট মমতার দিকেই।কিন্তু ২০২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূলের সামনে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হওয়ার একাধিক উপকরণ সামনে এসেছে। যেমন, ২০২১ সালের ভোটের আগে আব্বাস সিদ্দিকী এবং নওশাদ সিদ্দিকীদের আইএসএফ ছিল সদ্য গজিয়ে ওঠা দল। সেই আইএসএফের আব্বাস সিদ্দিকী গত পাঁচ বছরে রাজনৈতিক পরিসর থেকে দূরে থাকলেও তাঁর 'ভাইজান' নওশাদ 'নেতা' হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ধর্মের কথা বাদ দিয়ে সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসীদের অধিকারের কর্মসূচিকে সামনে রেখে রাজনীতি করেছেন নওশাদ। ফলে নওশাদের একটা আলাদা ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের ভোটের জন্য জেলা এবং আসন নির্দিষ্ট করে গত কয়েক মাস ধরে কাজকর্ম শুরু করতে দেখা গেছে আসাদউদদিন ওয়াইসির দল 'মিম'-কেও। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর লাগোয়া বিহারের কিষাণগঞ্জে 'মিম' ভাল ফল করেছে দু'মাস আগের ভোটে। ওই করিডর দিয়েই বাংলায় প্রবেশ করতে চাইছে তারা। ডালপালা মেলতে চাইছে মালদহ এবং মুর্শিদাবাদেও।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুরে। ঘটনাচক্রে, গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে ভাল ফল করেছিল তৃণমূল। এই দুই জেলাতেই ভোট ভাগের সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। এ-ও বাস্তব যে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে বাম-কংগ্রেস প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হলেও মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুরে তাদের গণভিত্তি এখনও রয়েছে। ভোটও রয়েছে। গত লোকসভা ভোটেও তা স্পষ্ট হয়েছে। বাম-কংগ্রেসের দিকে যে ভোট রয়েছে, তারও মূল ভিত্তি সংখ্যালঘু অংশই। এ বার বাম-কংগ্রেসের জোট নেই, মৌসম বেনজির নূরের মতো গনিখান চৌধুরীর পরিবারের মুখ তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার মতো নানা সমীকরণও আছে। ফলে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হওয়ার আধারগুলি প্রস্তুত হয়েছে অনেক আগে থেকেই।

এছাড়াও রয়েছে প্রার্থী বাছাই নিয়ে এক চাপা অসন্তোষ। কারণ, খুব সত্যি বলতে তৃণমূল সুপ্রিমো যে দাবিই করুন না কেন, অনেকেই ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারেননি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বা লাভলি মৈত্রের মতো প্রার্থীকে ফের মনোনয়ন দেওয়ার। ঘটনা এমন দাঁড়ায় যে এলাকার মানেষর মন জয় করতে বিশেষত এই দুজনের ক্ষেত্রে প্রচার সভা থেকে ভোট দিতে আর্জি জানাতে দেখা গেছে তৃণমূল সুপ্রিমোকে। আর এখানেই প্রশ্ন, এমন কেন হবে? প্রার্থীর তো অভাব নেই তৃণমূলে।

এখানেই শেষ নয়, তৃণমূলের প্রার্থিতালিকায় স্থান হয়নি দলের ৭৪ জন বিধায়কের! অনুপাতের হিসাবে যা ৩৩ শতাংশ। এমন ঘটনা তৃণমূলের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। দলীয় সূত্রের খবর, আসন ধরে ধরে গত পাঁচ বছরের 'পারফরম্যান্স' বিচার করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশিই, বর্তমান বিধায়কদের ১৫ জন (অর্থাৎ ৭ শতাংশ) টিকিট পেলেও তাঁদের এ বার নতুন কেন্দ্রে লড়তে পাঠিয়েছে দল। যাতে নতুন কেন্দ্রে তাঁদের পুরনো 'ভাবমূর্তি' বহন করতে না হয়। এতে একটা বড় প্রভাব পড়তে বাধ্য। আর পড়েছেও। কারণ, অনেকেই প্রার্থী হতে না পারায় অসন্তুষ্ট। তার প্রভাব প্রচারে পড়েছে কি না তা বলবে সময়। তবে এটাও ঠিক, এক্সিট পোলে ৩টি সংস্থা এগিয়ে রেখেছে তৃণমূলকে।

এরা হল পিপলস পালস, জনমত পোলস, আর জেভেসি। বঙ্গ জুড়ে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া তৈরি হওয়ার পরও তাদের নানা ধরনের সামাজিক প্রকল্পতে মজে রয়েছেন আমজনতা, এমনটাই উঠে আসছে সমীক্ষায়। বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'দুয়ারে সরকার', 'সবুজ সাথী', 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী', 'স্বাস্থ্যসাথী'র মতো একাধিক প্রকল্প। সঙ্গে রয়েছে শক্তপোক্ত সাংগঠনিক পরিকাঠামো। এবার এই সব প্রকল্পকে দূরে সরিয়ে বাংলার মানুষে পরিবর্তন চায়, না প্রত্যাবর্তনেই নির্ভরশীল তার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে ৪ মে-র জন্য। জনান্তিকে বলে রাখা শ্রেয়, এই এক্সিট পোলে মোটেই ভাল কিছু খবর নেই বাম বা কংগ্রেসের জন্য। বঙ্গ রাজনীতিতে তারা এখন অস্তিত্ব সঙ্কটে। সেই সঙ্কট থেকে এবার তারা বেরিয়ে আসতে পারেন কি না সেটাও দেখার জন্য অপেক্ষা করে সবাই।